কাসেদ নামা
আশরাফ উদ্দীন
বাংলা একাডেমী ঢাকা

ছয়াল গণী।

আদি ও আসল ছহি বড়

কাসেদনামা

বা জয়নাল উদ্ধার পর্ব

শায়ের— মোহাম্মদ আশরাফউদ্দীন সাহেব

প্রকাশক—

লাইব্রেরী
কোরাণ শরীফ
কিতাব প্রকাশক
ও
বিক্রেতা
চকবাজার-ঢাকা

সন ১৯৫০ ইং। দাম ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

আদি ও আসল ছহি বড়

কাসেদনামা

বা জয়নাল উদ্ধার পর্ব্ব

হামদ্ না'অ'ত

—০ঃ*ঃ০—

লই আল্লার নাম, শুরু করিলাম, ভেবে পাক পারওয়ার॥ গাফুরোর রাহিম, হাকেমুল হাকীম, সবার পালন হার ✽ জলিল জাব্বার, কারিম সাত্তার, তার মত কেহ নাই॥ কাদের জালাল, কুদরত কালাম, আল্লাহ্ জগৎ সাঁই ✽ লা-শারীক মাবুদ, নাহি যার ওজুদ, কায়া নাই শূন্যের আকার॥ ওয়াহেদ একেলা, রুজি দেনেওয়ালা, ইলাহী করুণাধর ✽ রাজ্জাকুল খালেক, আপনি মালেক, পাপীর তারণহার॥ আপনা কুদরতে, কুল মাখ্লুকাতে, পলকে করেন তৈয়ার ✽ লওহ কলম, ফেরেশ্তা আদম, বেহেশত্ দোজখ সারা॥ আফতাব মাহতাব, তারা বে-হিসাব, আকাশের গায় যারা ✽ জমিন আসমান, দুনিয়া জাহান, আরশ্ কুরশী সিংহাসন, গাছ পালা যত, জঙ্গল পর্ব্বত, হাওয়া আর আগুন ✽ হুর গেলেমান, পশু ও ইনসান, দেও পরী জ্বিন জাতে॥ পয়দা কিয়া সবে, আপে পাক রাব্বে, মেহের নজর হৈতে ✽ নিজ নূর দিয়া, নবী পয়দা কিয়া, মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) নবী॥ আল্লার মকবুল, আখেরী রাসুল, কি লিখিব তাঁর খূবী ✽ সাধ্য কি আমার, তারিফ লিখি তাঁর, আমি হীন খাক্‌সার॥ নূরেতে যাঁহার, তামাম সংসার, পয়দা করে পারওয়ার

আসহাব যে চার, আছিল ইয়ার, ছিল বড় নেক্‌কার ॥ নাম যে তাঁদের, করি যে জাহের, লিখি হাল তাঁহাদের * আবুবকর আর, ফারুক ওমার, তৃতীয় ওসমান গনী ॥ চাহারমে আলী, যাঁকে শের বলি, যাঁরা পুরা দীন ইসলামী * ফাতেমা জননী, নবীর নন্দনী, মা বরকত বলে তাঁরে ॥ হাসান হোসাইন, দুইটী নন্দন, যে মাতা উদরে ধরে * তাঁদের গুণ, করিতে বর্ণন, কিবা শক্তি ধরি ॥ কোরআন হাদীসে, যাদের গুণ আছে, আরবী ভাষায় জারী * হৈয়া এক মনা, নবীর কালেমা, আর দুরূদ সালাত পড় একিনেতে, পার হবে যাতে, হাশরে পাবে শাফায়াত *

কিস্‌সা আরম্ভ

পয়ার * ইমামের জারী জানে মোমেন সবেতে ॥ কান্দালো সবারে বান্দি বাচ্চা এজিদে * পালন হৈয়া ছিল রে নিমক খাইয়া ॥ পুরী খুন কৈলরে প্রাণের বৈরী হৈয়া * হোসাইন আলী জোরওয়ার জমিন কাঁপে জোরে ॥ এজীদ গিধী হৈয়া বাদী কষ্ট দেয় তারে * ফাতেমায় বাবে খোদা চাতুরী করিয়া ॥ ইমামেরে কতল করায় এজীদ শত্রু হৈয়া * বসিয়া সিমার লাইন ছাতির উপরে ॥ শির জুদা কৈল যবে ইমামের তরে * ইন্না-লিল্লাহ্‌ কহে যত মোমেনগণ ॥ ওয়াইন্না-ইলাইহে পড়ে রাজেউন * তখন উঠিল শোর এতিন ভূবনে ॥ থর থরিয়া কাঁপে উঠে জমিন গগণে * হুহুঙ্কার পরিগেল সৃষ্টি রাজ্য পরে ॥ হুলস্থুল ত্রিজগৎ কান্দনের শোরে * আরশ্‌ কুরশী লওহ কলম সহিতে ॥ বেহেশত্‌ দোজখ আদি লাগিল কাঁপিতে * আফতাব মাহ্‌তাব তারা কালিঘটা ছাইল ॥ ইলাহীর চাহা যাহা তাহা হৈয়া গেল * কাঁদি উঠে জ্বিন ফেরেশতা হুর গেলেমান ॥ সবার মুখে উঠে শব্দ শুধু হায় হোসাইন * গুঞ্জরিল ত্রিভূবন হায় হোসাইন হায় ॥ আকাশ পাতালে শোর হায় হোসাইন হায় *

জলেতে বায়ুতে শোর হায় হোসাইন হায়॥ হায় হোসাইন, হায় হোসাইন, হায়, হায়, হায় * কারবালার নিষ্ঠুরতা হৃদি ছিন্ন হৈল॥ আঁখে আঁসু মন-ব্যথা যাহারা শুনিল * দশই মহর্‌রম ছিল দিন আশুরার॥ হিজরী একষট্টি সাল রোজ শুক্রবার * জোহরের ওয়াক্ত প্রায় শেষ হৈতে ছিল॥ কারবালায় শাহাদৎ ইমামে পাইল * হোসাইন মীর শহীদ যদি জঙ্গ করে হৈল॥ এজীদ লস্করে দুল্২ হাঁকিয়া পড়িল * এয়ছা জোরে ঘোড়া তবে হিন২ ডাকে॥ কানে তালা লাগে যেন বিজলী কড়কে * কারেবা মারিল লাত কারে বা দান্দানে॥ এরূপেতে ভেজি দিল দোজখের পানে * বহুত মারিল দুশমন না পারে ধরিতে॥ যেন মস্ত যুদ্ধ কৈল দেওয়ানা হালেতে * ইমামের লাশ ছিল কারবালা-প্রান্তর আসিয়া লাশের কাছে কাঁদিল বিস্তর * পাও পরে মুখ দিয়া কাঁদিতে লাগিল॥ বে-শির দেখিয়া শির জমিনে ঠুকিল * হোসাইনের লহু মাখি নিজ শিরেতে॥ কান্দিল দুল্‌দুল্ ঘোড়া গড়াই খুনেতে * চলিল খিমার দিগে কান্দিতে২॥ লৌলাহান হৈয়া আসে খিমার কাছেতে * বহিছে অশ্রু ধারা হাঁকিল যে বাহিরে॥ শুনিয়া শহরবানু হায় হায় করে * খালি পিঠে ঘোড়া দেখি আঁখে আঁসু ঝরে॥ শহরবানুর সোনার তনু মলিন হৈলরে * দেখিয়া শহরবানু ঘোড়াকে তখন॥ মনের জোসেতে করে বিস্তর রোদন * শহর বানুর কান্নার কি কহিব বয়ান॥ যাঁহার রোদনে কাঁপে জমিন আসমান * বিবী পুছে ঘোড়ার তরে দুল্‌দুলি শুনরে॥ মাথার তাজ প্রাণ-নাথ কোথা রেখে এলিরে * সাজাই দিয়াছি স্বামী জঙ্গতে যাইতে॥ দেখাও আমাকে পুনঃ রণের সজ্জাতে * কেমনে হারালি বল তাহার তরেতে॥ দিয়াছ দুশমন হাতে কি দোষ পরেতে * ঘোড়া কহে কাতর হৈয়া বিবীজী শুনোরে॥ হা-হুতাশে মারা গেছে আমায় দোষ কেনোরে *

হোসাইন মীর জঙ্গ করে পানির পিয়াসে ॥ পানির তালাসে মীর ফিরে আসে পাশে ✽ কোন ঠাঁই পানি নাই হোসাইনের ললাটে ॥ তাইতো গেলেন আপে ফোরাত তটেতে ✽ পানির জন্য আল্লাহ্ তায়ালা তাহারে ঘটালো ॥ মম পিঠ হৈতে ঝাপ ফোরাতে যে দিল ✽ হেনকালে সিমার গিধী খঞ্জর মারিয়া ॥ ধর হৈতে শির জুদা করিল কাটিয়া ✽ হস্ত নাহি দিছে আল্লা মুই পশু জাতি ॥ আমি হৈছি ইমাম হারা আল্লাহ্ যে বে-মতি ✽ এই হকিকত সবে শুনিল যখন ॥ কান্দিল মাতম করে হায় হোসাইন ✽ ইমামের খিমা মধ্যে যে কেহ আছিল ॥ কেহই কান্দিল কেহ বেহুশ হইল ✽ কাঁদিয়া সকিনা বিবী গড়ায় জমিনে ॥ বিদেশ হারাই আসি বাবাকে এখানে ✽ আহারে বাবাজী মোর তোমার বেটিকে ॥ না ভুলিয়া দেখ তুমি আসিয়া আমাকে ✽ ফাতেমা কান্দিয়া ধরে বানুর গলেতে ॥ আসিলাম এথায় বুঝি এতীম হইতে ✽ জয়নাব কুলসুম কহে ভাইকে ডাকিয়া ॥ আহারে নসিব গেল মোদের বিগারিয়া ✽ বাবাজী বাবাজী ডাকে জয়নাল আবদীনে ॥ গড়াই কাঁদিতে থাকে বিছানা জমিনে ✽ কহিব কাহারে আমরা এতীমী বেদনা ॥ কে আসি আর ঘুচাবে মনের যাতনা ✽ আজব কান্দনের শোর তাঁবুর বিচেতে ॥ কে করে সান্তনা সব আছিল কাঁদিতে ✽ মাতমের জারীতে সবে হৈয়া গেল চুর ॥ শোকেতে ছাতি ফেটে গেল শহর বানুর ✽ শোকেতে কাতর হৈল যত মুসলমান ॥ দেলেতে হইল খুশী যত কুফরান ✽ বালক সকল মায়ের দুধ যে হইতে ॥ না-ওম্মেদ রহে সবে ইমাম শোকেতে ✽ মালি ও মালিনী কান্দে চুল এলো করে ॥ হায়২ ইমাম গেল ফুল দিব কারে ✽ মৌমাছি ভ্রমরা কান্দে মুখে নাই রাউ ॥ কাঁকে কম্বু করে কান্দে গৃহস্থের বউ ✽ বাঘ ভালুক কান্দে আর মহিষ গণ্ডার ॥

বাচ্চারে না দেয় দুধ কান্দে জারে জার ❋ গাই নাহি দুধ দেয় বাছুর লাগিয়া ॥ বাছুর না খায় কিছু দেলে শোক পাইয়া ❋ হাতী ও ঘোড়া-কান্দে ঝরে দোন আঁখি॥ হরিণ হরিণী কান্দে আর বনের পাখী ❋ পাখীর মাতম জারী শুন সর্ব্বজনে ॥ বনের পাখী কান্দে যে হায়২ তানে ❋ কত রঙ্গের পাখী কান্দে ইলাহীর কাম ॥ একে২ কহি এবে পাখীদিগের নাম ❋

ত্রিপদী ❋ পাখীদের নাম এবে, কহি যে শুনহ সবে, পক্ষীর রাজা গুরুর মণি ॥ ছিল যত ঠাঁই২, কতবা কহিব ভাই, পাখী নাম মোরা যাহা জানি ❋ হীরামন তোতা ময়না, বুলবুলি যে গায় গানা, মউর মউরী পেখম ধরে ॥ কুকিলার মিষ্টস্বরে, পায়গাম্বারী শরা ধরে, চলে যায় আল্লার দরবারে ❋ টুনি পুচকি টুনি পাখী, পানি পরে আনার দেখি, চাতক পাখী বলে ফটিক জল ॥ কোদালে বাঁশ পাতা ভালা, দোয়েল ঘুঘুর গলা কালা, ছাতরে পাখী বলে চল চল ❋ তিতর জঙ্গলে থাকে, তিতপর বলে ডাকে, এতেক যে টিম২ করে॥ শ্যাম লেচের বুক ধলা, বৌকথা কও পাখী ভালা, উট পাখী মানুষ লিয়া উড়ে ❋ ভ্রমরা গুন্‌গুন্ করে, সাঁতার দেয় পানি কৌরে, মাছরাঙ্গা উড়ে গিয়া বলে ॥ দেয় তারা কত তাল, বসে থাকে গাছের ডাল, কুঞ্জবক অনুরাগে জ্বলে ❋ খায় যে মরা শকুনে, যাত্রা ভঙ্গ তার নামে, চামচিকে বাদুর ঝুলে শাখে ॥ উড়ে বেড়ায় টিয়া পাখী, মৌচোরা ঈগল দেখি, বাবুই পাক্ষী উড়ে ঝাকে২ ❋ ভুতম পেচা মুখে খোটে, তালচড়া খটখটে, মৌমাছির মুখে লম্বা দাঁড়ি॥ রাম শালিকে চড়ালে হাস, গোশালিকের সর্ব্বনাশ, নেড়ো ভাটই চলে গুড়ী২ ❋ কাজল মণি পুষে টিয়া, চালের পরে ধান দিয়া, পাহাড়ী ময়না পুষে যত্ন করে॥ দুধকলা দিয়া তায়, পালক যখন সরে যায়, শিকল কাটে খোশাল অন্তরে❋ চকোর বলে চোখ গেল, হেঁসে২ সারস এল, রাজহংস জলে সাঁতার কাটে

কাকাতুয়া দামে ভারী, বসে আছে সারী২, পায়রা পায়রী লালী বাটে * পাঁচ টাকা জোড়া যায় এমন পাখী কোথা আর, সোনার পিঞ্জিরায় পুযে কত জনা ॥ মানিক ও হারগিলা, সাদা বক ও সপোলা, এমন অঙ্গ কারতো হয় না * শ্বেত কঙ্কন চিল কালা, হরিয়ল দেখতে ভালা, জটাই নামে যুদ্ধ পতী বীর ॥ টিক্‌টিকি ও-চড়োই, পেপই আর বাবই, নাচনায় নাইকো থাকে স্থির * জেন্ত মরা ধরে খায়, পরাণেতে নাহি ভয়, দাড়কাকের লাজ আঁখে নাই ॥ গাল ভরা বিল২, কুরুলে আর শঙ্কর চিল, উড়ে বাজ আকাশের গায় * ইমাম শোকে হা-হুতাশে, কান্দে পাখী ডালে বসে, মাতম করে হায় হোসাইন ॥ অধম খাকসার কৈল, পাখীর নাম শেষ হৈল, আল্লা২ বল ভাই মোমিন *

পয়ার * ইমাম শোক পেয়ে লোক কান্দে সর্ব্বজনে ॥ জীব জন্তু মুনি ঋষি আকুল হৈল শুনে * ডুব দিয়ে কোরআনেতে বসে কান্দে কারী ॥ হায় আল্লা নিঠুর হয়ে ইমাম কল্লে চুরি * হাজার২ বেওয়া কান্দে শহর মদিনায় ॥ শির ঠুকে মাতম করে রাস্তায়২ * ধূলাতে লুটিয়া কান্দে সর্ব্বমুখে এই বুলি ॥ দোন সৈয়দ হাসান হোসাইন কোথা গিয়া রৈলি * তোমরা মরে সকলের প্রাণ হৈয়াছে আকুল ॥ গোর হৈতে কেন্দে উঠে মোস্তফা রাসুল * আমার নাতী লইছ দোন হাদী যে সীপাই ॥ জহরে কহর একেবারে করিছ দুটি ভাই * বেটার মরণ শুনিলে মা বরকত জননী ॥ পলকেতে ত্রিভূবন করিবেন ফানাফানী * হকিকত বাত শুনে মা উঠিবেন জ্বলে ॥ প্রাণ ত্যাগ করিবেন মা ইমাম২ বলে কহে হীন খাকসার ভাবিয়া পারওয়ার ॥ জননী জহর দিলে কে করে নিস্তার * গোড়া হৈতে তুমি মা-গো করিয়াছ একাম ॥ কেন মিছে মা-গো তুমি দিতেছ খুনের বদনাম * তুমি মা জগতে খুঁটি সার দুনিয়ার ॥ খুন করে তোমার বেটাকে সাধ্য আছে কার *

কোপানলে চাইলে সব যায় ভস্ম হৈয়া ॥ তাঁরে কিনা কতল করে গলে ছুরি দিয়া * দুই ইমান মারা গেল জহরে কহরে ॥ এজীদ গিয়া বার দিল তখ্তের উপরে * বাঁদীর বেটার প্রাণ যে আহ্লাদে আটখানারে ॥ কত উজীর নাজির হৈল নফর জমাদাররে * সীপাই সওয়ার বেশুমার যমদূত যেমন ॥ কতেক বরকান্দাজ কতক জওয়ান * জোড়া ডঙ্কা দেখিতে শঙ্কা তাকত কেবা রাখে ॥ এসা মর্দ্দ কে হয় এজীদের সঙ্গে টেকে * উজীর নাজির সবায় এজীদারে বলে ॥ তখ্তে এসে বার দাও যেন ভ্রমর বসে ফুলে * তখ্তে বসে বলছে হেঁসে এজীদা গাঁওয়ার আমি ডর রাখিতাম দুনিয়ায় যার * সেই ইমাম মারা গেল হৈলাম খাতেরদারী ॥ শয়তান আসে মায়া ছলে এজীদার কাচারী * ব্রহ্মাচারী পৈতাধারী হাড়ের মালা গলে ॥ এজীদারে শয়তান গিধি এই কথা বলে * ইমাম ছেলে জিন্দা রৈল জয়নাল আসগর ॥ তলওয়ার মারিবে তোমায় হৈয়া জরওয়ার * এই ওয়াক্তে হৈয়া ভক্ত আমার কথা ধর ॥ লস্কর পাঠাইয়া আহলেখানা ঘের * এতেক শুনিয়া এজীদ খুশী হয় বড় ॥ ধরে আনতে জয়নালকে পাঠায় লস্কর * চারিদিকে চৌকি দেয় এজীদার লস্কর ॥ এতীম হৈয়া বৈসে কান্দে জয়নাল আসগর * জয়নাল কান্দিয়া বলে বাবাজী রৈলে কোথায় ॥ জীবিত মোদেরে না রেখে গেলে মদীনায় * নাম লিতে বাতি দিতে আর না থাকিব ॥ জীবিত মাটির নিচে ঘর বানাইব * বাপ চাচারে স্মরণ করে কান্দেন বৈসে ॥ আসমানের চাঁদ তারা সূর্য্য পড়ে খসে * জয়নালের কান্দনেতে পাহাড় পর্ব্বত দোলে ॥ বেহেশত্ থেকে ফেরেশ্তা সব আল্লা রাছুল বলে * কাদের জালাল ইয়া রাব্ সোবহান ॥ তনের মন নিরাঞ্জন জীবের প্রধান * সকল করিতে পার এয়সা রাব্ হও ॥ পাথরকে ভাসাও জলে সোলাকে ডুবাও

দম শুমারে হাজার নাম এক ধরে ডাকে ॥ অস্থির হইলেন যে-আল্লা আরশ্ থেকে * কি কাজ করেছি আমি নবীর আওলাদ আনিয়া ॥ উঠে গেল কালেমা আঁধার হৈল দুনিয়া * রোজা নামাজ বন্দেগী সকলি ফুরাল ॥ আমার নাম না রবে জয়নাল আবদীন মল্লে *

* আল্লাহতায়ালা জিব্রীলকে জয়নাল আবদীনের নিকট পাঠায় তাহার বয়ান *

পয়ার * যাও চলে জিব্রীল জয়নালের কাছে ॥ খোঁজ করিবার চাচা এক জন আছে * উত্তর পশ্চিম কোণে বিয়াবান জঙ্গলে॥ মোহাম্মদ হানিফা নাম আম্বাজেতে গেলে * তাঁহারে খবর ভেজ লিখন যে লিখে ॥ চলে আসিবে সেই পরওয়ানা দেখে * হানিফা আসি রণ দিলে এজীদের সাথে ॥ খুশীতে করিবে বাদশাই শহর মদীনাতে * আল্লা যখন এই কথা ফরমান করিল ॥ মেহতের জিব্রীল তখন রওয়ানা হইল * বসে আছে জয়নাল গামগীন হইয়া ॥ গিয়া দেখা দিল জিব্রীল মুসল্লি হইয়া * জয়নাল বলে কেন এলে আমার কাছেতে॥ এজীদার লস্কর বুঝি আসিয়াছ ধরিতে * এখান হতে চলে যাও তফাতে কিছু আছি ॥ এখান থেকে এখন বাড়ী গেলে বাঁচি * পরামর্শ করে তখন আপন মনে২ ॥ উঠে দৌড় দিল তখন জিব্রীল দরশনে * খানিক দূরে গিয়া তখন ভাবে মনে মন ॥ কালযমের হাতে এখন হইত মরণ * ইহা বলে জয়নাল ফিরে দাঁড়াল তথায় ॥ জিব্রীল বলেন তুমি কারে কর ভয় * আদর করে ফেরেশতা বলে শুন যাদুমনি ॥ কি খাতিরে কান্দ তুমি কহ দেখি শুনি * জয়নাল বলে আমার তরে আল্লা হৈল বাম॥ আমার দুঃখের কথা কি জানিবে নেকনাম * চারিদিগে লস্কর ঘিরে দিতেছে যে চৌকি ॥ বন্ধ করে রাখিয়াছে যেন পিঞ্জিরাতে পাখী *

ভরসা করিব কারে নাইকো তা জানি ॥ আহলেখানা রহিয়াছে হৈয়া পেরেশানী * আমার নিদান কালে আপন যদি থাকে খোঁজ যদি জানো সাহেব বলে দাও মোকে * জিব্রীল বলে আর কেন্দনা শুন জয়নাল বাছা ॥ দুনিয়ায় খোঁজ করিবার আছে একজন চাচা * উত্তর পশ্চিম কোনে আম্বাজ সহরে মোম্মদ হানিফা নাম বড় জোর ধরে * তাঁহারে লিখন ভেজ তুরিত করিয়া ॥ চলে আসিবেন সে পারওয়ানা পইয়া * হানিফা আসি রণ দিলে এজীদার সাথে ॥ ছাড়াইবে আহলেখানা বন্ধখানা হৈতে * জিব্রীল যদি এইবাত জয়নালে কহিল ॥ আকাশের চাঁন যেন হাতেতে পাইল * খাদেরদারি দেলভারী লালকরছে আঁখি ॥ কেয়্যা কারেগা বান্দীবাচ্চা এবার তারে দেখি * খোদা মুঝে করম কর মতলবের সাঁই ॥ কাফের তুরে লিব বাপ দাদার বাদশাই * জয়নাল বলে সাহেব যদি বলিলেন আপে ॥ এখান হইতে আম্বাজ শহর কয়দিনে যাবে * জিব্রীল বলে জয়নাল ভেজ লিখে তাঁরে খত ॥ এখান হৈতে আম্বাজ শহর ছয় মাসের পথ * জয়নাল কহেন সেথা কেবা যেতে পারিবে ॥ ছয় ঘড়ি বান্দীর বাচ্চা রাখে কিনা রাখিবে * আস্‌তে যেতে খবর দিতে হবে বার মাস ॥ তবেত লইবে চাচা মোদের তালাশ * জিব্রীল বলেন জয়নাল ফিরে ঘরে যাও ॥ কেতাবত লিখে এক কাসেদ পাঠাও * একথা কহিয়া জিব্রীল হইল বিদায় ॥ ফিরিয়া আইল জয়নাল ভাবিয়া খোদায় * ঘরে এসে পুছিলেন কহ সাহেবানী ॥ আর কোথা চাচা আছে বল তাহা শুনি * সালেমা বলেন তবে শুন দেল দিয়া ॥ তোমার চাচার বয়ান কহি বিবরিয়া *

—০ঃ*ঃ০—

* বিবী সালেমা জয়নালকে হনুফা ও হানিফার বয়ান করেন *

পয়ার * খোদার শের মোরতজা আলী কোমর বাঁধিয়া ঘোড়ার উপরে উঠে সওয়ার হইয়া * দেশে২ যায় মর্দ্দ কুফর তুড়িয়া॥ আম্বাজ শহরে শেষে পৌঁছিল যাইয়া * সেখানে শুনিল নাম বিবী হনুফার॥ মুল্লুকে বাদশাই করে বড় জোরওয়ার আলী শাহা বিবী সঙ্গে সাক্ষাৎ লাগিয়া॥ বিবীর হুজুরে তবে পৌঁছিল যাইয়া * আলীকে পুছিল বিবী দেখিয়া সীপাই॥ আলী বলে আইনু আমি করিতে লড়াই * বড় জোওয়ার তুমি শুনিনু শহরে॥ আওরত হৈয়া জোর কর মুল্লুক উপরে * কত মত কথাবার্ত্তা বিবী সনে হৈল॥ কি নাম কোথায় ঘর আলীকে পুছিল * পাহালওয়ান মোরতজা আলী আমার যে নাম॥ নবীর দামাদ আমি মদীনা মোকাম * আইনু তোমারে সনে রণ করিবার॥ হনুফা বলেন তবে শুন জঙ্গের কারার * হারিলে হইবে তুমি নফর আমার॥ আমি যদি হারি বান্দী হইব তোমার * দু-জনাতে এইরূপ কারার করিয়া॥ জঙ্গ করে ঘোড়া পরে সওয়ার হইয়া * তিন রোজ রাত দিন লড়ে ঘোড়া পর॥ না জিতিয়া রণে আলী হইল ফাপর * কহিতে লাগিল আলী আল্লার দরবারে॥ দুনিয়ায় জোরওয়ার করিলে আমারে * উঠাইতে পারি আমি জমিনের ভার॥ আওরতের হাতে আজ হইনু লাচার * এসা মোনাজাত শাহা যখন করিল॥ আল্লার দরগায় বাত কবুল হইল * আলীর মদদে আল্লা ফেরেশতা ভেজিল বাওভরে ফেরেশতা যে তথায় আইল * বিবীর অঙ্গের জেরা পোস ফারিয়া ডালিল॥ সামালিতে নারে বিবী কমজোর হইল হেনকালে আলী হাঁক হায়দরী হাঁকিয়া॥ বিবীরে উঠায় শিরে কোমর ধরিয়া * আখের হনুফা বিবী জঙ্গেতে হারিয়া॥ মোরতজা আলীর সনে করিলেক বিয়া * কত দিন পরে হনুফার ফরজন্দ হইল॥ মদীনায় ফাতেমা বিবী খবর পাইল॥

অভিশাপ দিল ফাতেমা বেটার লাগিয়া॥ সেই ঘড়ি হনুফার বেটা গেল যে মরিয়া * এইরূপে হনুফার এগার বার হৈল॥ ফাতেমার অভিশাপে সব মারা গেল * অবশেষে মোহাম্মদ হানিফা পয়দা হৈল॥ আল্লার মেহেরে হানিফা বাচিয়া রহিল * খোঁজ তাঁর জাহানেতে পাইয়া যদি থাক॥ সকল কথা বয়ান করে খত তাঁরে লিখ॥ জয়নাল বলে তবে শুন মেরা বানি॥ কেতাবত কি লিখিব তাহা নাহি জানি * সালেমা বলেন জয়নাল লিখ কলম ধরে॥ সব কথা বলে দিবে আল্লা মেহের করে

* জয়নাল আবদীন হানিফার কাছে খত লিখে তাহার বয়ান *

পয়ার * নবীজির মউত লিখে হানিফার কাছে॥ নবীর ওফাত হৈল পঞ্চাশ বৎসর হৈছে * হজরতের ওফাতের ছয়মাস পরেতে॥ খাতুনে ফাতেমা যান চলিয়া বেহেশতে * আবদুল জাব্বার নাম ঘর মদীনা শহরে॥ পরমা সুন্দরী বিবী ছিল তার ঘরে * ধনের লালসায় আবদুল জাব্বারে॥ দিয়াছিল তালাক নামা আপন বিবীরে * এজীদ গাঁওয়ার গিধি জয়নাবের তরে॥ চেয়েছিল বিবীরে বিবহ করিবারে * কিন্তু সুরত মেহেরী বিবী নেককার দেখে॥ খোশ এজেনে ইমাম করেছিল নিকে * সেই কারণে জঙ্গ বাঁধিল এজীদার সনে॥ সাত রোজ লড়ে এজিদ ভঙ্গ দেয় রণে * জঙ্গে হেড়ে নাহি পেরে গেল পালাইয়া হাসানকে মেরেছে তারা জহর পিলাইয়া * মোস্লেম মৈল লড়ে হৈয়া ইমাম দর্দ্দ॥ সকলে মরেছে মদীনার জোরওয়ার মর্দ্দ মোহাম্মদ ও ইব্রাহীম দুই পুত্র মোসলেমের॥ শহীদ হইল তাঁরা হস্তে কাফেরের * ওমর আবদুল্লা জাফর ওসমান॥ একে২ আসি সবে মহিম ময়দান * চারি ভাই একে২ মহিম করিয়া॥ শেষেতে গেলেন তাঁরা বেহেশতে চলিয়া * আব্বাস আলামদার যাইয়া রণেতে॥ শহীদ হইল সেও সমর ক্ষেত্রেতে * আকবর কুদাই ঘোড়া গেল মহিমেতে॥ মারিল বহুত কুফর আপন কুওতে

পানির পিয়াসে শেষে লাচার হইয়া॥ জঙ্গ করে মারা গেল বেহেশতী হইয়া * ইমাম কোলেতে লই আলী আসগরে॥ গিয়াছিল ফোরাত কুলে পানির খাতিরে * হারমলা নামে এক কমিনা বেপার॥ খিচি মারিলেক তীর ইমাম খাতির * ইমামে না লাগে তীর আসগরে লাগিল॥ তীর খাই আলী আসগর শহীদ হইল * আর যে হোসাইন মীর লড়িয়া তাদের সাথে শহীদ হৈয়া গেছেন তিনি দাস্তকারবালাত * বংশে বাতি জ্বেলে দিতে আর কেহ নাই॥ পিঞ্জিরার পাখীর মত বন্ধ আছি তাই * আছি ঘেরা কয়েদ করা জবান নাইকো সরে॥ সকল কথা লিখ্‌তে নারি এজীদার ডরে * এজীদার বেড়া জালে বন্দী যেমন্ মীন॥ না খাইয়া তনু চাচা হৈয়া গেছে ক্ষীণ * বাপদাদার জোর জেয়াদা করিছে বাদশাই॥ মোরা যে পালিয়ে যাব এমন যাগা নাই * আমি এখন মারা যাই তাহে নাইকো দায়॥ কমজাত এজিদ মোদের জাতি নিতে চায় * জীউজান লৈয়া প্রাণ শুন হানিফ চাচা॥ খত পড়ে মালুম হবে মরেছে তব বাছা উঠিতে বসিতে নারি এজীদার গজবে॥ বেঁচে যদি থাকি তবে আসি দেখা পাবে * কাসেদেরে খত দিয়ে বলিল তখন॥ হানিফার কাছে তুমি রাহা লও এখন * কাসেদ বলে আরজ করে শুন সাহেবান॥ যাইব আমিতোমার কাজে কাহে পেরেশান

পয়ার * পত্র খানি লইয়া কাসেদ বাঁধিলেন মাথে॥ লও ভাই আল্লার নাম কাম হইবে ফতে * পায়তারা করিল কাসেদ নিমক একতারি॥ ভক্ত বটই সব হৈল যেন ব্রহ্মচারি * সদা ভজে রাধা কৃষ্ণ আর ভজে তুলসী॥ লোকে জিজ্ঞাসিলে বলে আমি যাচ্ছি কাশী * সঙ্গে যদি যাইবে কেহ দেখিতে লাত অপরূপ তামাসা বড় বাজারে বিকায় ভাত* কড়ি দিয়া কিনে খাব মহা প্রসাদ বলে॥ দায় ঠেকে মিথ্যা বলে কাসেদ গেল চলে *

—ঃ০ঃ—

* পুনঃ জিব্রীল আসিয়া জয়নালকে শান্তনা দেয় এবং বন্ধখানা হতে আহলেখানা আনিবার জন্য এজিদ সিমারকে পাঠাইয়া দেয় তাহার বয়ান *

পয়ার * ইমাম মৈল কয়েদ হৈল নবীজির আহলেখানা॥ রাত দিন কান্দে সবাই বলে দানা২ * বান্দার ধরের খুটি দানা দুনিয়ার মাঝারে॥ যত তুফান সহে বান্দা সেই দানার জোরে দানায় আছে আবরু সরম দানায় সংসার॥ সেই দানা ফুরাইলে হয় দিবসে আন্ধার * এইদানা দুনিয়াতে আল্লা যার পরে হৈল বাম॥ এককালে ডুবে যায় তার বাপদাদার নাম * আহলেখানার দানা মানা করে ছিল সাঁই॥ অবিরত কান্দেন জয়নাল দানা দাওগো সাঁই * দানার মালেক আমার দাদি বরকত মা॥ দানা বেগর পুরী মৈল দাদি ফিরে চাইলে না * দানা বেগর পুরী সমেত আছে পেরেশান॥ আরশেতে আল্লা বসে জিব্রীলকে কহেন * আল্লা বলে ও জিবরীল কহি যে তোমারে॥ এই ঘড়ি যাও তুমি বন্ধখানা ঘরে * জয়নালকে বুঝাইয়া আইস না করে হুতাশ॥ তিন রোজ বাদে আহলেখানা পাইবে খালাস * তিন রোজ বাদে হানিফা আসিবে বলিয়াছে সাঁই॥ জয়নাল খালাস পেলে পাইবে বাদসাই * এতেক শুনিয়া জিব্রীল রাহা যে লইল বন্ধখানা ঘরেতে জিব্রীল আসিয়া পৌছিল * জিব্রীল বলে জয়নাল আল্লা আছে সখা॥ আমি আসিয়াছি তুমি উঠে কর দেখা * আমাকে ভেজেন আল্লা তোমার বরাবরে॥ আর তিন রোজ থাকিতে হবে বন্ধখানা ঘরে * তিন রোজ বাদে হানিফা আসিবে কহিয়াছে সাঁই॥ জয়নাল খালাস পেলে পাইবে বাদশাই জয়নাল বলে ও জিব্রীল আমার কথা শুন॥ তিন রোজ দানা বেগর পুরী বাঁচিবে কেন * আল্লা আমায় বাদশাই দিবেন তাহে মনে পাই ব্যথা॥ গোলামে মারিবে আমায় বাদশাই রৈবে কোথা * আলীকে বাড়াইলেন আল্লা আপনি পারওয়ারে

গোলামে হুকুম দিয়া জবে করিল তাহারে * সোলায়মানকে বাদশাই দিল মুল্লুকেরি ভাগ॥ খেয়াতি রাখিল তারে মাছের বোঝার দাগ * সোলায়মান ফেকিল থুক দেখিয়া মেছানি সেই মাছের মেয়ে হৈল তাহার ঘরনি * আপনার দোস্তকে বাদশাই দিলেন বড়ই ভরম॥ জঙ্গ আহাদে হায় দেলায় যে শরম আল্লা বাদশাই দিবেন তাহে মনে পাই ব্যথা॥ গোলামের হাতে মউত মম বাদশাই রৈবে কোথা * জিব্রীল বলে ও জয়নাল আল্লা সখা আছে॥ তিন রোজ ভুক পিয়াস না থাকিবে কাছে * এতেক কহিয়া জিব্রীল বিদায় হৈয়া গেল॥ আকাশের চন্দ্র যেন হাতেতে পাইল * জয়নাল বলে তোমরা সবে শুন বিবীগণ॥ মোদের মদদ আছে আপনি নিরাঞ্জন * আমার বক্তে মদীনার তখত এতদিনে হইল॥ এখন জিব্রীল এসে আমায় বলে গেল * এই খবর জিব্রীল এসে কহিয়া গেল মোরে॥ তিন রোজ বাদে চাচা আসিবে মদীনা শহরে * খোশ তবে হইল সবে শুনে এই বানী॥ ভুক পিয়াস দূরে গেল কেহ না চায় দানা পানী * হেনকালে এজিদ বলে সিমারের তরে॥ জয়নালকে ধরে আন আমার হুজুরে * সেতাবি করে আন আহলেখানা ধরে॥ নবীর বংশে বাতি দিতে না রাখিব কারে * দেখিয়াছি খাব এক দুই-প্রহর রাতে॥ জবরদস্ত বাঘ একটা এসেছে খেতে * চিৎকারেতে প্রাণ উড়ে আসে আমার কাছে॥ দৈব মউত হৈল আমার উপায় নাহি সুঝে * ভয় পেয়ে কাতর হয়ে জমিনেতে ছিলাম পড়ে॥ গরদান তুড়েছে আমার বুকের উপর চড়ে * স্বপন গেল চেতন হইনু ভেবে না পাই কুল॥ বিস্তর কান্দিয়াছি আমি হইয়া আকুল * কান্দিতে২ আমি গেলাম তোমার কাছে॥ ও সিমার কয়েদ ঘরে বাঘের বাচ্চা আছে * ইহা শুনে সিমার বলে শুন ও বে-ওফা॥ জবরদস্ত বাঘ নহে মোহাম্মদ হানিফা * জয়নালের উদ্দেশে বুঝি হানিফা

আসিতেছে॥ তোমার আমার মউত বুঝি নিকটে এসেছে ✽ এ কথা কহিয়া সিমার বিদায় হইয়া॥ বন্ধখানা ঘরেতে সে পৌঁছিল আসিয়া ✽ বন্ধখানায় সিমার এসে বলে জয়নালেরে॥ বাদশার হুকুম তোমায় লৈয়া যাব ঘরে ✽ আচম্বিতে সিমার যদি এই বাত কহিল॥ হায় আল্লা বলে জয়নাল আছাড় খাইয়া পৈল জয়নাল বলে আমার ভালে যদি লেখা ছিল॥ তবে কেন জিব্রীল এসে আমায় কৈয়া গেল ✽ এই খবর জিব্রীল এসে কৈয়া গেল মোরে॥ তিন রোজ বাদ চাচা আসিবে মদীনা শহরে রদ না হইবে কলম যদি থাকে লেখা॥ জেন্ত বুঝি চাচার সঙ্গে না হইল দেখা ✽ রদ না হইবে কলম যদি থাকে বক্তে॥ আমার মরা ধর লইয়া চাচা বসাবেন তখ্‌তে ✽ এই বলে জয়নাল মীরে কান্দিতে লাগিল॥ পরিবার শুনে তখন বাহিরে আইল জয়নাল বলে তোমরা সবে আমার দরদ ছাড়॥ আমারে মাটি দিবার গোর গিয়া খোড় ✽ এ জনমের মত তোমাদের মুখ যাই দেখে॥কাল সকালে কোলে করে গোরে আইস রেখে✽ যত দিন চাচা না আসিবে মদীনা শহরে॥ এজিদের লস্করে আমার তখত রবে ঘিরে ✽ ✽ জয়নালের বানী শুনে কুলসুম মনে পাইল ব্যথা॥ কাতর হৈয়া ঠোকে বিবী পাষাণেতে মাথা ✽ তাই দেখে জয়নালের ঝরে দুইটি আঁখি॥ সামনে পিঞ্জিরায় দেখে আছে তোতা পাখী ✽ জয়নাল কান্দিয়া বলে উপায় নাহি দেখি আম্বাজেতে পাঠাইয়া দেয় তোতা পাখী ✽

✽ তোতাকে আম্বাজ শহরে পাঠাইবার বয়ান ✽

পয়ার ✽ জয়নাল বলে তোতা যদি নিমকের পালা হও আমার মউতের খবর লই চাচার দেশে যাও॥ চাচার দেশে যাওরে তোতা শুন আমার বেনা॥ বে-খোদ মউতের খবর আমার চাচারে কওনা ✽ পায়ে ধরি মিনতি করি কৈয় মম কথা॥ প্রাণ ফেটে মরিবেন চাচা শুনলে আমার ব্যথা ✽

মৈলে নবীর আবরু এক কালে যাইবে॥ তবে আর আহলেখানা খালাস না পাইবে ✽ তুমি কান্দিওনা চাচার কাছে কথা কৈয় হেঁসে॥ কারবালাতে জয়নাল মীর একা বেড়াচ্ছে ভেসে ✽ তোতা বলে এমন সমে আমি ছেড়ে যাব॥ ফিরে কি সাহেবের কদম নজরে দেখিব ✽ কেমন করে প্রাণ ধরে বিদায় দাওগো তুমি॥ সাহবের সঙ্গে যাইব বেহেশ্‌তে আমি ✽. জয়নাল বলে খবর যদি চাচার আগে দিবি॥ রোজ কেয়ামতে তোতা বেহেশতেতে যাবি ✽ স্বর্গধামে যাবি তোতা আমি দিলাম কয়ে॥ দাদি বরকত মাকে বলে বেহেশতে যাব লয়ে ✽ ইহা বলে পিঞ্জিরা খুলে তোতাকে দিল ছেড়ে॥ হানিফার কাছে খবর দিতে তোতা যায় উড়ে ✽ হেনকালে সিমার বলে শুন ও জয়নাল॥ যত দেরী হয় তোমার তত হয় কাল তোমার পর এজিদ গাঁওয়ার বড় গোস্বা আছে॥ ইহা শুনে জয়নাল গেলেন কুলসুম বিবীর কাছে ✽ জয়নাল বলে তোমরা সবে শুন বিবীজী॥ এজিদার দরবারে যাব হুকুম কর কি ✽ কুলসুম বলে ও জয়নাল শুন আমার রানা॥ জিব্রীল এসে কৈয়া গেছে রদ হইবে না॥ যে খবর জিব্রীল এসে কৈয়া গেছে তোরে॥ এজিদার মকদুর কি তোমায় মারিতে পারে ✽ চল মোরা তামাম পুরী তোমার সঙ্গে যাই॥ সাহেব হৈয়া গোলামকে ভয় করিতে নাই ✽ ইহা বলে তামাম পুরী বাহিরে আইল॥ কবুতরের ঝাক যেমন বাসা ছেড়ে গেল ✽ যেইখানে মরিল হোসাইন সিমারের হাতে॥ জয়নালকে লইয়া পাপী চলিল সেই পথে ✽ হোসাইনের গোরে যবে আসিয়া পৌছিল॥ জয়নালকে ডাকিয়া পাপী কহিতে লাগিল ✽ সিমার বলে জয়নাল মীর ফিরিয়া দেখ তুমি এইখানে খঞ্জর গলে দিয়াছিলাম আমি ✽ জয়নাল বলে হারে গোলাম ভাল সমাচার দিলি॥ বাবাজীর নিভান অনল আবার জ্বালাইলি ✽ রোগ চাহিয়া শোক বড় কেতাবেতে কয়

হেউত বুদ্ধি চিয়তন সকল হরে যায় ✱ বাদশার বড় শোক যদি নাহি থাকে সাঁই ॥ গোয়ালার বড় শোক যাহার মরে দোয়াল গাই ✱ ধনন্তরীর বড় শোক যদি না খাটে মন্ত্র ॥ আকাশের বড় শোক যদি নাহি উঠে চন্দ্র ✱ চাষার বড় শোক যদি ক্ষেতে না ফলে ধান ॥ বল বুদ্ধি টুটে যায় মরণ সমান ✱ দরিয়ার বড় শোক যদি নাহি থাকে গতি ॥ পুরুষের বড় শোক যাহার নারী হয় অসতী ✱ সতী নারীর পতি যেমন পর্ব্বতের চুড়া ॥ অসতী নারীর পতি যেন ভাঙ্গা নায়ের গুড়া ✱ সওদাগরের বড় শোক যাহার বাণিজ্যে হয় টুটা ॥ মা বাপের বড় শোক যাহার মরে লায়েক বেটা ✱ শোকের অনলে আমার কলেজা যায় জ্বলে এইখানে রহিয়াছে বাবা আমাকে একা ফেলে ✱ নিশ্চিন্ত রহিয়াছ বাপজী আমাকে ফেলে একা ॥ তোমার পুরী আসিয়াছে উঠিয়া কর দেখা ✱ ইহা বলে জয়নাল মীরে জমিনে গিরিল হায়২ বলে বিবীগণ কান্দিতে লাগিল ✱ কুলসুম বলে জয়নাল তোমার দুঃখ ঘুচে গেল ॥ গা তুলে দেখরে তোমার হানিফ চাচা এল ✱ কাফের সারে পেয়েছে নজর তুলে চাও ॥ বাহু পাশরিয়ে তোমার চাচার কোলে যাও ✱ ফাঁকি দিয়া কুলসুম যখন এই কথা বলে ॥ বেহুশ ছিল চেতন হৈল আঁখি নাইকো খোলে ✱ জয়নাল মীর চেতন হৈয়া ভাবে মনে মনে ॥ ছয় মাসের রাহা চাচা আইল কেমনে ✱ চাচার কাছে খবর দিতে তোতা গেছে উড়ে ॥ সেই কথাটি মনে হৈল জমিনেতে পড়ে ✱ চাচার নাম শুনিয়া জয়নাল উঠে বসে ॥ কাফেরগণ দেখিয়া সবে মনে২ হাসে ✱ কুলসুম বলে দুঃখের কালে আল্লা হইবেন ঢাল ॥ দুঃখ দেখে হাসিলে কাফের হইবেক কাল ✱ সিমার বলে দুধের ছেলে এত মক্কর জানে ॥ মক্কর দেখে ফেলিয়া যাইব এই ভেবেছে মনে ✱ আমার নাম সিমার আমি বে-দর্দ্দ কসাই

মারিতে কাটিতে আমার দরদ কিছু নাই * আমার নাম সিমার লাইন যাহার সঙ্গে আড়ি॥ যমে যারে ছাড়িয়া যায় আমিত না ছাড়ি * জয়নাল কয় কাল পেচার মুখ সোনা দে বান্ধালি॥ তবু নাইক ছাড়ে তাহার আপন জাতের বুলি * গোলামকে দুধ ভাত খিলাইলে তাহার মন না যায় বোঝা কুত্তার লেজে তেল দিলে কভু না হয় সোজা * এতেক শুনিয়া জয়নাল্‌কে উটের পিঠে লইল॥ এজিদার লস্কর সবে ঘিরিয়া চলিল * আসমানেতে যখন বেলা দুই প্রহর হয়॥ এজিদার দরবারে জয়নাল আসিয়া পৌছায় * জয়নালকে দেখিয়া এজিদ মনেং হাসে॥ কেন প্রাণ হারাইবে জয়নাল এ নবীন বয়সে জয়নাব বিবী শহরবানু দিয়া যাও তুমি॥ পুরী খালাস করে পাঠাই মদীনায় আমি * জয়নাল বলে গোলাম মুখ সামলে কইস কথা * নহেত পয়জারের চোটে তোর ভেঙ্গে দিব মাথা * গোলাম হৈয়া নেমক খাইয়া করিস হারাম॥ তোর বাপ বেহেশতে গেছে লই নবীর নাম * সেই নবীর আওলাদের পরে গোলাম বদি রাখিস মনে॥ চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার হবে নবী নামের গুণে * আল্লাহ্‌তায়ালা সহায় আছে যাঁহার উপরে॥ এমন কথা কহ তাঁরে শরম নাইকো তোরে * এজিদ কয় যাহার দায় মারিছি ইমামেরে॥ তাহায় না ছাড়িতে পারি যা হউক আখেরে * জয়নাল বলে গোলাম মুখ সামলে কইস কথা॥ নহেত পয়জারের চোটে তোর ভেঙ্গে দিব মাথা * তোর খেলা দেখেন আল্লা আরশেতে বসে॥ পয়জারে ভাঙ্গিবে মুখ চাচা যদি আসে * শির তোমার করিব গুড়া পয়জারের চোটে॥ ইহা শুনে এজীদ গাঁওয়ার আগুন হৈয়া উঠে * এজীদ কয় সিমার লাইনকে ডাকহে এক্ষণে॥ জয়নালের গরদান মার গড়ের দক্ষিণে * সিমার কোথায় বৈলা এজীদ ডাকে উভরায়॥ বাঘের মত গর্জ্জনে সিমার আইল তথায় *

পাপীর ডাহিন হাতে খঞ্জর নাচিতে লাগিল ॥ জয়নালকে লই
পাপী গড়ের মধ্যে গেল * জয়নালকে লইয়া গেল নাহি জানে
আহলেখানা ॥ আফসোস করে কান্দেন মীরে মনেতে আপনা
জয়নাল বলে কোথা রৈলে দাদি বরকত মা ॥ মউত কালে কারো
সঙ্গে দেখা হৈল না * কারবালাতে এসে যোরাপাইনু যত দুঃখ
ও দাদী দুঃখানল ঠাণ্ডা কর দেখায়ে চাঁদ মুখ * কোথায় রহিছ
তোমরা যাও দেখা দিয়া ॥ এজনমের মত আমি যাই বিদায় হৈয়া
জয়নাল কান্দিয়া বলে শুন রাব সাঁই ॥ পরিবার পাথারে ফেলে
আমি ছেড়ে যাই * যতদিন আমার গোরে হাড়ের নিশানী
রহিবে ॥ পরিবারের শোকের আগুন ততদিন জ্বলিবে * রাহা
পরে জয়নাল মীরে কেন্দে২ বলে ॥ মিনতি করি শুন আমার
মউতের কালে * আহলেখানা যদি জিজ্ঞাসে তোমাদের কাছে ॥
বলিও তোমাদের জয়নাল মদীনাতে গেছে * যদি কিঞ্চিত
মেহের কর আর কহিব কত ॥ দেখা করিয়া আসি একবার এ
জনমের মত ॥ এতেক শুনিয়া কহে এজিদার সীপাই ॥ তোমাকে
ছাড়িয়া দিতে বাদশার হুকুম নাই * তবে আমি খবর পাঠাই
এজীদার দরবারে ॥ হুকুম হইলে লিয়া যাব শুন জয়নাল মীরে
এতেক কহিয়া সীপাই এজিদার কাছে গেল ॥ দস্ত যোড়া হৈয়া
খাড়া কহিতে লাগিল * জয়নালের আরজ যাহা কয় এজীদার
কাছে ॥ হুকুম হইলে লইয়া আসি রাহে খাড়া আছে * খবর
শুনে বেগম এসে এজীদারে কয় ॥ জয়নালকে খুন কর পাইয়া
কোন দায় * যেইমত আল্লার কলম নছিবেতে ছিল ॥ সেই মতে
দুই ভাই ইমামের মউত হইল * কোন দোষে আড়ি কর সাথে
জয়নালের ॥ এইবার পরিবি পাপী হাতে হানিফের * যত দুঃখ
দিলি তাদেরে পাইবে শত গুণ ॥ মৈলে তোমার গোরের
মাঝে জ্বলিবে আগুন * কোন দোষে কয়েদ কর নবীজির
আহলেখানা ॥ কি দোষ পাইয়া তাদের খাইতে দাওনা খানা

আহলেখানার যাহাদের ঘিরিয়াছ বাড়ী ॥ কোন দোষে জয়নালের হাতে দিয়াছ দড়ি * এজীদ কহে বেগম আমি কহি তোমার ঠাঁই আমিত মারিনি ইমাম মারিছে সিমার লাইন * বেগম কহে বাদশা নামদার তোমাকে শুধাই ॥ সিমার মারিয়াছে সে কথা মিথ্যা নাই * তোমার হুকুম পাইয়া সিমার করিয়াছে জবে ॥ বিচার করিলে খুন তোমাকে পৌছাবে * কিছু দিন মৌকুফ কর জয়নাল.মীরের তরে ॥ আল্লার দোহাই তোমায় কোরানের কিরে এজীদ কহে ও সীপাই আমার কথা শুন ॥ এই ঘড়ি জয়নালকে ফিরাইয়া আন * ইহা শুনে এক সীপাই গেল তরাতর ॥ জয়নালকে ফিরাইয়া আনে গড়ের ভিতর * এজীদ গিধি সীপাই তরে লাগিল কহিতে ॥ জয়নাল মীরে রাখ তুমি বন্ধখানা বিচেতে একে২ তিন রোজ জিজ্ঞাসিও তাকে ॥ হুকুম যদি কবুল না করে পাষাণ দিও বুকে * বেগম আসিয়া যদি বাদি হয় তাহাতে ॥ বেগমকে মারিব আমি জয়নাল মীরের সাথে * কয়েদের এক রোজ হৈল দুই রোজ বাকি ॥ হানিফার কাছে খবর দিতে যায় তোতা পাখী * জুম্মা রোজ পাইয়া তোতা ভর করিয়াছে পাখে একই রোজের পথ যায় আর এক রোজ তাকে * কত শহর গলি ছাড়াইল মনুষ্যের দেশ ॥ ছাড়াইয়া যাইতে হৈল এক প্রহরের বেশ * সামনেতে দেখে তোতা বাইশ রোজের পথ ॥ ইলাহী ভাবিয়া তোতা চলে গতাগত * আল্লার নামেতে তোতা মন রাখিয়াছে সাদা ॥ এক প্রহরে এড়াইল বাইশ রোজের বাদা * বাদা ছাড়াইয়া দেখে বিষম এক দরিয়া ॥ তোতা বলে আল্লাহ্‌তালা লেওগো পার করিয়া * কহর দরিয়া পারে তখন তোতা উতারিয়া ॥ মোহাম্মদ হানিফার দেশে পৌছিল আসিয়া * উড়িয়া বসিল এক দরখতের ডালে ॥ নিরবধি কান্দে সে জয়নাল জয়নাল বলে * হেনকালে সীপাই আইল দরখতের তলে ॥ পাখীর বচন শুনে তখন হানিফারে বলে *

কোথা হৈতে এসে তোতা বসে গাছের ডালে ॥ নিরবধি কান্দে সে জয়নাল২ বলে ✽ শুনিয়া হানিফা ইহা গাছের তলে গেল॥ তোতার হুজুরে তখন কহিতে লাগিল ✽ কোথা হৈতে এসেছ তোতা যাবে কোথাকারে॥ জয়নাল বলি কাঁদ তুমি কিসের খাতিরে ✽ তোতা বলে আমি হই নবিজীর পালা হানিফার কাছে যাই ভেবে খোদাতালা ✽ অনেক দিনের ভুকা প্রাণ নাইকো বাঁচে॥ খবর লইয়া যাই আমি হানিফার কাছে ✽ তিনি দুঃখ পেয়ে যাবেন যাহার খবরে॥ সেই জয়নাল বাদশাই পাইয়াছে মদীনা শহরে ✽ হানিফা বলে ওরে তোতা আমার কথা শুন॥ এমন খোশ খবর আনিয়াছ তুমি কান্দ কেন ✽ হানিফা বলেন তোতা আমার কথা লও॥ আল্লার দোহাই তোমায় সত্য কথা কও ✽ তোতা বলে কি কহিব প্রাণ যায় ফাটি ॥ গোর কাফন হইয়াছে মীরের তুমি দাওগো মাটি ✽ হুতাশ হৈয়া যখন তোতা এই কথা কহিল ॥ হায় জয়নাল বলিয়া হানিফা জমিনে গিরিল ✽ আট হাজার লস্কর কেন্দে যায় গড়াগড়ি॥ এত দুঃখ পাইয়াছে জয়নাল ছাড়ি ঘর বাড়ী ✽ লস্কর চেতন করে মুখে দিয়া পানি॥ হানিফা বলে ওহে তোতা ফের কহ শুনি ✽ এখন যদি হানিফা তুমি কোমর বান্ধিয়া॥ তবে সার্থক হয় যদি দাদ লও রণেতে জিনিয়া ✽ তোতা যদি আবেগেতে এই কথা কহিল॥ শুনিয়া হানিফা মর্দ্দ খাড়া যে হইল ✽ হানিফা বলেন এককালে সাজ যতজন॥ আমি যাইয়া চৌতরফ ঘিরিব এজীদার ভবন ✽ এই তক তোতার বানি এখানে রহিল॥ আগামী কাসেদের কথা আরম্ভ হইল ✽ রাত দিন আল্লার নাম কাসেদের মনে॥ চলিল জয়নালের কাসেদ উত্তর পশ্চিম কোণে ✽ আহার নাই নিদ্রা নাই নাহি খায় তাম॥ ভুক লাগিলে জপেন কেবল আল্লা নবীর নাম ✽ বিপদ যদি ঘটান হাদি পড়িলে বিপাকে॥

দমেং আল্লার নাম জপ করে মুখে * বলিলে কাসেদের কথা প্রাণ যায় উড়ে ॥ আদম হৈয়া এত কষ্ট কে করিতে পারে * আল্লা বলে আপদ ঠেল খুশী হইয়া দেলে ॥ উপনীত হইল গিয়া ফলগু নদীর কূলে * দেখিয়া আফসোস করে ডরে কেন্দে উঠে ॥ কেমনে হইব পার খেওয়া নাইকো ঘাটে * নাইকো খেওয়া আল্লা কেমনে পার হইব ॥ না জানি হানিফার দেশে কেমনে যাইব * নদ নদী জঙ্গল আদি কতেক বাদশাই ॥ কত শহর ছাড়াইলাম লেখা জোখা নাই * কুলে এসে রৈলাম বসে হায়গো আল্লা নূর ॥ কেমনে হইব পার এ অকুল সমুদ্দুর * পার না হতে পারি যদি এই কহর দরিয়া ॥ তবে আর হানিফার দেশে যাইব কেমন করিয়া * কহে হীন খাকসার ভাবিয়া খোদায় ॥ পারা পারের জন্য তোমার কিছু নাইকো ভয় * বিপদে মদদ আল্লা সব শাস্ত্রে শুনি ॥ আল্লার মেহেরে পার হইবে এখনি * আমি মক্কায় গিয়া কোন মুখে করিব দীদার ॥ ঝাপ দিয়া মরিব এই দরিয়া মাঝার * দেলের মধ্যে ভেবেং ঝাপ দিল যদি ॥ বালিময় হইয়া গেল সেই ফলগু নদী * আড়াই প্রহরে খেওয়া লিয়া যাইত পাটনী ॥ পলি বন্দি হইয়া নদীর শুকাইল পানি * আল্লা সখা ঘুচিল ধোকা পার হইল সাগর ॥ বিয়াবান ছাড়াইলে দেখা যাবে আম্বাজ শহর * সেই বিয়াবন সৃজিয়াছেন বারি তালা ॥ তিন প্রহর পথ লইয়া যেন হেরে মেঘের কালা * সেইখানেতে কাসেদের লাগিয়া গেল দিশে ॥ রোদন করেন কাসেদ সেই দরখত তলে বৈসে * নাইকো পথ দীননাথ এ গহন কাননে ॥ এই বার ত্বরাও আল্লা পড়িয়াছি তুফানে * রোদন করে বৈসে যখন দরখতের তলায় ॥ আরশ থেকে আল্লা তখন জিব্রীলকে কয় * আল্লা বলেন জিব্রীল তুমি শুনহে আসিয়া ॥ রহিয়াছে জয়নালের কাসেদ পথ হারাইয়া * যাও চলে এসগো বলে কাসেদের কাছে ॥ যেখানেতে বৈসে উহার ডাহিনে পথ আছে

এই কথা আল্লা যখন করিলেন ফরমান॥ মেহতের জিব্রীল তখন মেলা দিয়া যান ✽ এই কথা জিব্রীল ফেরেশতা অনুমান করে॥ কেমন যে নিমকের কাসেদ বুঝিব উহারে ✽ খানিক দূরে গিয়া জিব্রীল উপজিল মায়া॥ মনুষ্য রূপ ছাড়িয়া হইল বাঘ রূপের কায়া ✽ তর্জ্জন গর্জ্জন করে ঘুরায় দোন আঁখি॥ লম্ফ দিয়া পৈল এসে কাসেদের সুমুখি ✽ আচম্বিতে সামনে যদি বাঘ হৈল খাড়া কাসেদ বলে আল্লার কিরে খানিকক্ষণ দাঁড়া ✽ আমায় ধরে মেরে খেলে তাহায় নাইকো দায়॥ জয়নালের একখানা খত লেখা আমার মাথায় ✽ নবীর নাতি বেহেশতের বাতি ইমাম হোসাইন॥ বিবী ফাতেমার সন্তান তারা আলীর নন্দন ✽ রণ করে দুই মীরে মারা গেছে জহরে কহরে॥ পুরী নাশ করিয়াছে এজীদ কাফেরে ✽ জয়নাল খত লিখে আমায় দিয়াছে ভেজে খাওরে দারুণ বাঘ আপন দেলে বুঝে ✽ এতেক শুনিয়া জিব্রীলের হৈল মহা মায়া॥ বাঘ রূপ ছাড়িয়া হৈল মানুষের কায়া ✽ মানুষ হইয়া তখন মিলে গলে২॥ ইহা দেখে পশু পক্ষী সবে আল্লা২ বলে ✽ জিব্রীল বলে কাসেদ সাবাস তোর হিয়া॥ আমার সঙ্গে এস পথ দেই দেখাইয়া ✽ সাথের সাথি আল্লা হাদি মিলাইল যখন॥ এই বলে একস্তরে চলিল দুইজন ✽ একস্তরে তিন প্রহরে হাটিল দুইজনে॥ বিয়াবান ছাড়াইয়া গেল বিষম এক ময়দানে ✽ জিব্রীল বলে কাসেদ সাবাস শক্তি তেরা গায়॥ হানিফার মসজিদের চুড়া ঐ দেখা যায় ✽ মিনারের গুম্বজ ঐ যে দেখতে পাওয়া যায়॥ তুমি যাও আম্বাজ শহর আমি হই বিদায় এতেক কহিয়া বিদায় হইল জিব্রীল গুণধাম॥ এক প্রহরের পথ থাকিতে হৈল নিমাসাম ✽ সন্ধ্যা হইল কাসেদ রৈল বৈসে রাহা পরে॥ সেই রাত্রে খাব আল্লা দেখান হানিফারে ✽ ঘোরঘুমে ছিল হানিফা পালঙ্গে শুইয়া॥ থর থর কাঁপিয়া উঠে কু-স্বপন দেখিয়া ✽ ভাল মন্দ না কহে কিছু দুঃখ হৈয়া বসে॥

জাগিয়া পোহাইল নিশি নিদ্রা নাহি আসে ✽ হইল নবিজীর আমাল পোহাইল রজনী॥ গোলামেতে হাজির করে লৈয়া ওজুর পানী॥ নামাজ পড়ে হানিফা মীরে হইল অবসর॥ সকালে কাচারী হবে দিল যে খবর ✽ আসমানেতে বেলা যখন উদয় ছয় ঘড়ি॥ সকালে কাচারী হবে ডঙ্কায় দিল বাড়ী ✽ জঙ্গী পেয়াদা মোনসবদার চলে পায় ২॥ দেওয়ান মুসদ্দি বসে যার যে জায়গায় উজীর.নাজির কাজি বসে কি কহিব তাহাদের ঠাট॥ হানিফারে ঘিরে বসে যত মোহাম্মদী ভাট ✽ কোরান লইয়া বসে কারি হাফেজ যত॥ দোয়া মাঙ্গি ফকীর সব চাহি বরকত ✽ খোশ এলহানে পড়ে যেন আগ বরষে॥ কোরান শুনিয়া সকলের প্রাণ তরসে ✽ হাবিল চোপদার যত কি কহিতে পারি॥ সীপাই লস্কর সাজে যত কুস্তিগিরি ✽ শিরে তাজ গোলেন্দাজ বন্দুক লই হাতে॥ আসিয়া হইল খাড়া হানিফার সাক্ষাতে ✽ শাম ও তোগান আর যত পাহালওয়ান জুটে॥ জঙ্গনামা তুরুক জঙ্গী কোমর বান্ধে এটে ✽ চৌদিকেতে ঘেরা কেহ নাহি সমতুল॥ সবার মাঝে হানিফা যেন গোলাপের ফুল ✽ সকলে ঘিরিয়া আছে হানিফা বসে তখ্তে॥ সকলের কাছে হানিফা মর্দ্দ লাগিল কহিতে ✽ কোরান পড় ইনসাফ কর বলিয়া দেহ সবে॥ কু-স্বপন দেখিয়াছি তার তাবির কহ এবে ✽ ইয়ার দোস্ত লই যবে গেছি বাণিজ্যেতে॥ কুটুম্ব ভাই বেরাদর লইয়া সঙ্গেতে ✽ লই সব মালমাত্তা ভরিয়া নৌকায়॥ দরিয়া বৈয়া যায় বাণিজ্যের সওদায় হেন কালে আচম্বিতে উঠলো নদীর ঢেউ॥ সকলি ডুবিয়া গেল রৈল নাকো কেউ ✽ সাঁতারিয়া দাড়ি মাঝি কেহ না পাইল জমি ভাসিতে কেবল কুল পাইলাম আমি ✽ অ-বঝের আমার শিরে ছিল একটা পাগ॥ তাহে বন্ধন আছিল সোনার চেরাগ ✽ আচম্বিতে যেন বিধি বাম হৈয়াছে মোরে॥ ডুবেছে নবীজির ভরা দরিয়া মাঝারে ✽ স্বপন দেখিয়া মোর জ্বলে গেছে দেল॥

মানি করে কহ সবে যে হও ফাজেল * এক লোক বলে স্বপনের কথা দূর কর তুমি ॥ অমন খাব পাঁচ সাত বার রাত্রে দেখি আমি নিদ্রা কালে মুরদা হালে কত তামাসা দেখি ॥ জাগিয়া পোহাই নিশি সব মিথ্যা ফাঁকি * এক লোক বলে বাদশা কহি তোমার ঠাঁই দৈব কাহার সঙ্গে আপনার বাঁধিবে লড়াই * লড়ে ভিড়ে আসবে তুড়ে তাহারা পস্তাবে ॥ মন্দ দেখিলে ভাল হয় ঠিক যে জানিবে আর এক লোক বলে কহি তোমার কাছে ॥ ইয়ার দোস্ত ভাই তোমার কোথায় মারা গেছে * তুমি যেমন বাদশা আছ আমা সবাকারে ॥ এমন বাদশা দেখি নাই এতিন সংসারে * হানিফা বলে এ দেশের কি বড় বাদশা আমি ॥ এর চেয়ে জিয়াদা আছে আমার বাপের জমি * নাম তার হজরত আলী সর্ব্বলোকে জানে হাসেন হোসাইন আছে পূর্ব্ব দক্ষিণ কোনে * মক্কায় আছে তারা দুনিয়ার ভার লৈয়া ॥ বিদেশেতে আছি আমি বক্ত কমিন হৈয়া বক্ত বুরা হৈল মেরা মুঝে বাম খোদা ॥ মক্কা নাহি দেখিয়াছি আল্লা মোরে রাখিল জুদা * এই কথা হয় যখন বাদশার দরবারে কাসেদ এসে পৌছিল আম্বাজ শহরে * জিজ্ঞাসা করে এক দরওয়ানেরে পাইয়া ॥ আম্বাজ শহর পাব আর কত দূর গিয়া * দরওয়ান বলে বেটা তোর এমন দশা ॥ শহরের মধ্যে আসি করিস শহর জিজ্ঞাসা * এতেক শুনিয়া কাসেদ ফের কহে বাত ॥ হানিফার বাড়ী যাইব দেখিয়ে দেনা পথ * দরওয়ান শুনে বলে বেটা ঘর তেরা কোথায় ॥ হানিফা বলে কহ কথা নাহি প্রাণে ভয় * মুল্লুকের বাদশাই করে গরীব নেওয়াজ ॥ গরদান তুড়বে শুনলে এমত আওয়াজ * কাসেদ বলে আমি এই আরজ করি ॥ কিরূপে যাইতে পারি বাদশার কাচারী * এই কথা শুনিয়া দরওয়ান গোস্বা হইয়া উঠে ॥ দরবারে যাইবার যোগ্য লোক তুমি বটে * চুল দাড়ি দিঘলভারি পাগলের মত ॥ তুমি সেথা যাইতে চাহ

সাহস রাখ এত * মীর ওমরা মোনসব লোক নাহি পারে যাতি।
তুমি বেটা যাইতে চাহ সাবাস বুকের ছাতি * এয়ছাই শুনে
কাসেদ ক্রোধে কহে বাত ॥ মক্কা হৈতে আসিয়াছে কাসেদ
লইয়া এক খত * এই কথা শুনিয়া দরওয়ান চলে গেল ॥ হানিফার
নিকট তখন যাইয়া পৌছিল * বাদশা আলম্পানা সালাম ছাতি
পরে হাত ॥ মক্কা হইতে এল কাসেদ লইয়া এক খত * আপনার
দরবারেতে এই আরজ করি ॥ হুকুম হইলে হাজির করি এই
কাচারী * হানিফা বলে কাসেদের রাখহে এখন ॥ পরে শুনিব
আমি মদীনার লিখন * ভাই বুঝি আমার ঠাঁই পাঠাইয়াছেন
লেখা ॥ খবর শুনিব আগে খয়রাত করি টাকা * ভাণ্ডারির তরে
হানিফা কহে ডাক দিয়া ॥ লাল জরদের গোলা কিছু দেহ বিলাইয়া
সোনার মোহর বিলাও গোলা দশ বার ॥ ধনের শুমার নাই যত
বিলাইতে পার * হানিফার হুকুম হৈল খুলিয়া দিল কুঞ্জি ॥ মহাজন
হৈল কত পাইয়া ধনের পুঁজি * এক এক ফকীরকে দিল এক২
লাল ॥ সাত পুরুষ বৈসে তারা খাইবে কত কাল * ধন বিলাইয়া
হানিফা খুশী হইয়া কয় ॥ কাসেদেরে আন এখন শুনিব পরিচয়
একথা শুনিয়া দরওয়ান চলি গেল ॥ কাসেদেরে কাচারিতে
লইয়া আসিল * কাসেদ পত্র খানি দরবারেতে দিয়া ॥ কান্দিতে
লাগিল কাসেদ হানিফায় দেখিয়া * হানিফারে দেখে কাসেদ
কান্দিতে লাগিল ॥ এমন নূরি থাকিতে পুরী সকলি মরিল *
কাসেদের হাল দেখে হানিফার হৈল দয়া ॥ হানিফা কহে তোম
বহুত দুঃখ পায়া * বহুত মেহনত কিয়া সাবাস তেরা ছাতি ॥
কাসেদেরে এনাম দেহ বড় চাল হাতী * তোমাকে এনাম দিলাম
সাত রাজার জমি ॥ খাজনা নিয়ে খাওগে বখশিশ দিলাম আমি
রাজা হইয়া রাজত্ব কর আনন্দিত রহ ॥ মোর প্রাণ শীতল কর
মদীনার খবর কহ * কাসেদ বলে আমার মুল্লুকের কাজ নাই ॥
লিখন পড়ে দেখ তোমার মারা গেছে ভাই * আচম্বিতে কাসেদ

যদি এই সংবাদ দিল ॥ ভাই২ বলিয়া হানিফা আছার খাইয়া পৈল লস্করে চেতন করে মুখে দিয়া পানি ॥ ঘন্টা দুই বাদে হানিফা পাইল চেতনি * কাসেদে ডেকে সামনে রেখে কহে আর বার কিরূপে মরেছে ভাই কহ সমাচার * কাসেদ বলে কি কহিব আপনার সাক্ষাতে ॥ ভাল মন্দ হকিকত লেখা আছে খতে *

* হানিফার খত পড়িবার বয়ান *

পয়ার * পত্র মধ্যে লেখা আছে নবীজির মউত ॥ পঞ্চাশ বৎসর হৈল ওফাত হৈছে হজরত * ছাতি পিটে কেন্দে উঠে নবীর মরণ শুনিয়া ॥ জীবিত না দেখিলাম কিসের দিন দুনিয়া * তারপর কেতাবত পড়ে বুঝে সমাচার ॥ খাতুনে ফাতেমা গেছে বেহেশত মাঝার * আবদুল জাব্বার নাম ঘর মদীনা শহরে ॥ পরমা সুন্দরী বিবী ছিল তার ঘরে * ধনের লালসায় আবদুল জাব্বারে ॥ দিয়াছিল তালাক নামা আপন বিবীরে * এজীদ গাঁওয়ার গিধি জয়নাবের তরে॥ চেয়েছিল বিবীরে বিবহ করিবারে কিন্তু সুরত মেহেরী বিবী নেককার দেখে॥ খোশ এজেনে ইমাম করেছিল নিকে * সেই কারণে জঙ্গ বাঁধিল এজীদার সনে ॥ সাত রোজ লড়ে এজিদ ভঙ্গ দেয় রণে * জঙ্গে হেরে নাহি পেরে গেল পালাইয়া হাসানকে মেরেছে তারা জহর পিলাইয়া * হাসানের মউত শুনে কাঁপিয়া উঠিল॥ হায় হাসান হায় হাসান করে কাঁদিতে লাগিল * তার পর পরওয়ানা পড়ে জয়নালের লেখা ॥ কু-ক্ষণে পোহাইল রাতি কু-সমাচার লেখা * মোসলেম মৈল লড়ে হৈয়া ইমাম দর্দ্দ॥ সকলে মরেছে মদীনার জোরওয়ার মর্দ্দ * মোহাম্মদ ও ইব্রাহীম দুই পুত্র মোসলেমের ॥ শহীদ হইল তাঁরা হস্তে কাফেরের * ওমর আবদুল্লা জাফর ওসমান॥ একে২ আসি সবে মহিম ময়দান * চারি ভাই একে২ মহিম করিয়া ॥ শেষেতে গেলেন তাঁরা বেহেশতে চলিয়া * আব্বাস আলামদার যাইয়া রণেতে ॥ শহীদ হইল সেও সমর ক্ষেত্রেতে *

আকবর কুদাই ঘোড়া গেল মহিমেতে॥ মারিল বহুত কুফর আপন কুওতে * পানির পিয়াসে শেষে লাচার হইয়া॥ জঙ্গ করে মারা গেল বেহেশতী হইয়া * ইমাম কোলেতে লই আলী আসগরে॥ গিয়াছিল ফোরাত কুলে পানির খাতিরে * হারমলা নামে এক কমিনা বেপীর॥ খিচি মারিলেক তীর ইমাম খাতির * ইমামে নালাগে তীর আসগরে লাগিল॥ তীর খাইয়া আলী আসগর শহীদ হইল * আর যে হোসাইন মীর লড়িয়া তাদের সাথে শহীদ হৈয়া গেছেন তিনি দাস্তকারবালাত * ইন্না-লিল্লাহ কহেন হানিফা তখন॥ ওয়া ইন্না-ইলাইহে রাজেউন পড়েন * কান্দিয়া মাতম করে হায় হোসাইন॥ আবার পড়িতে নিল পত্রের লিখন বংশে বাতি জ্বেলে দিতে আর কেহ নাই॥ পিঞ্জিরার পাখীর মত বন্ধ আছি তাই * আছি ঘেরা কয়েদ করা জবান নাইকো সরে॥ সকল কথা লিখ্‌তে নারি এজীদার ডরে * এজীদার বেড়া জালে বন্দী যেমন মীন॥ না খাইয়া তনু চাচা হৈয়া গেছে ক্ষীণ * বাপদাদার জোর জেয়াদা করিছে বাদশাই॥ মোরা যে পালিয়ে যাব এমন যাগা নাই * আমি এখন মারা যাই তাহে নাইকো দায়॥ কমজাত এজিদ মোদের জাতি নিতে চায় * জীউজান লৈয়া প্রাণ শুন হানিফ চাচা॥ খত পড়ে মালুম হবে মরেছে তব বাছা উঠিতে বসিতে নারি এজীদার গজবে॥ বেঁচে যদি থাকি তবে আসি দেখা পাবে * মরণ বাঁচন খোদার হাতে লিখে দিলাম সার পরওয়ানা পড়ে চাচা চলে আসিবে সত্বর *

লস্কর সাজিবার বয়ান

পয়ার * পত্র পড়ে হানিফা মীরে তখ্‌তে বার দিল॥ এজিদের খবর শুনিয়া কম্পিত হইল * গোস্বায় হানিফা মর্দ্দ ক্রোধে কহেন বাত॥ কোথারে এজিদা গোলাম লড়িবি মোর সাথ * দেখে লিব এজিদ তোরে যদি খোদা করে॥ সাজ লস্কর যাইব মদীনা শহরে * সাজ২ বলিয়া হানিফা দিল সাড়া॥

আশিলক্ষ বাজে ঢোল ত্রিশলক্ষ কাড়া * ধা২ ধামসা বাজে মহা শব্দ হইল ॥ ভেউর করনাল যত বাজিতে লাগিল * ভেউর করনাল বাজে আর বাজে তুরি ॥ রামসিঙ্গা বাক ভাল বাজিছে খঞ্জরি * মন্দিরা মৃদঙ্গ বাজে মান্দল আর মানা ॥ নখরি বরগোন বাজে বাদশাই নিশানা * ভেউর রমজানি নাচে ঢোল ডগর পাশী ॥ রাম সিঙ্গা টিকারা বাজে তুড়ি২ বাঁশী * রাম সিঙ্গা জয়ঢাক বাজে উচ্চ করি শির ॥ কাড়া কর্ত্তলে বাজে কত মধুর সুর * চৌতারা চৌতাল বাজে বলে সাজ সাজ ॥ বার দিকে বার বাদশা হানিফা তার মাঝ * হানিফা হৈল বার বাদশার মালিক ॥ এক২ মুছল্লি দিছে হানিফার তালিক * দুই শত উজির দিছে হানিফার জওয়াব ॥ তিন শত সাজিল নাজির চারি শত নওয়াব * পাঁচ শত জমিদার সাজে ছয় শত দেওয়ান ॥ সাত শত মুছল্লি সাজে আট শত জোওয়ান * নয় শত জমাদার সাজে লস্কর যাহার তাবে ॥ হাতী ঘোড়ার শুমার দিতে জীউ জাহান কাঁপে * এক হাজার এরাকি সাজে দুই হাজার পরে ॥ মহিম করিতে তারা কভু নাহি ডরে * তিন হাজার তুরকি সাজে চার হাজার ঘোড়া ॥ পাঁচ হাজার ফন্দী ঘোড়া ছয় হাজার সাড়া * সাত হাজার ঘোড়ার পিঠে বোঝা দিল তুলে ॥ আট হাজার টাঙ্গন সাজে নয় হাজার মিলে * দশ হাজার আরবী ঘোড়া এগার হাজার কালা ॥ বার হাজার সফেদ আর তের হাজার ধলা * হইল ঘোড়ার শুমার ছিল ঠাঁই ঠাঁই ॥ সওয়ার সাজিয়া আইল নব্বই লাখ সীপাই * এক শত পিয়াদা সাজে হাতে লিয়া ছড়ি ॥ রাত দিন শুমার করে ত্রিশ হাজার জুড়ি * বিশ হাজার সাজিল হাতী উনিশ হাজার উট ॥ একুশ হাজার টাঙ্গা সাজে মায়া ঝুট মুট * লাল পরী সেজে আইল বাইশ হাজার ॥ তেইশ হাজার আইল সেজে গোরা সোলজার * চব্বিশ হাজার লাঠিয়াল সেজে আছে বৈসে ॥ পঁচিশ হাজার

তীরন্দাজ সাজে ছাব্বিশ হাজার মিশে * বার বেশে সাজিয়া আইল চামর বেন্ধে কৈসে ॥ হস্তে ধরি ফেকে বলে ঠেকোগো আকাশে * বার বেশে সাজিয়া আইল হাতে লইয়া ছোরা ॥ মাথায় সোনার টোপ পরনে চলন ধাড়া * দশ হাজার ফকীর সাজে শিরে দিয়া কালা ॥ নয় হাজার সন্ন্যাসী সাজে গলে দিয়া মালা * ইমাম কারণ সন্ন্যাসী উদ্ধারিয়া ছিল ॥ সেই হৈতে দুনিয়াতে সন্ন্যাসীর মাটি হৈল * আট হাজার শিকারী সাজে সাত হাজার চোর ॥ দিনে আন্ধার করিতে পারে জানে এয়ছাই মন্তর * ছয় হাজার মাল সাজে খুব জোরওয়ার ॥ পাঁচ হাজার জঙ্গী সাজে লই তলোয়ার * চার হাজার মোমেন সাজে সকলে মেলক হই ॥ তিন হাজার মৌলবী সাজে কাজি হাজার দুই * তার পর সাজিল মর্দ্দ যতেক পায়দাল ॥ এক ধাক্কায় গিড়ায়ে দেয় বাইশ দেওয়াল * এয়ছা জোর পারওয়ার দিয়াছে তাহারে ॥ শূন্য ভরে পাখী যায় সে লাফ দিয়া ধরে * তার পর সাজিল মর্দ্দ নামে আঁকা বাঁকা ॥ মাংস তার গায় নাই হাড় চর্ম্মে ঢাকা * হাড়ের ছাওনি তার করে টন টন ॥ হাঁসিয়া লোকে বলে বেটা যমের সমান * তার পরে সাজিল মর্দ্দ বড় জোরওয়ারী ॥ পাঁচ কাঠা জমিন ঘেরাও করে এয়ছা মর্দ্দ ভারি * তার পর সাজিল মর্দ্দ ধাপাল পাহালওয়ান ॥ যাহার দাপটে হয় ভূমি কম্পমান * তার পর সাজিল মর্দ্দ নামে খল খলি শরীরে প্রবেশ হয় না তীর কামানের গুলি * হাতীয়ার মারিলে উলটে যায় তার ধার ॥ সদায় হানিফা তাহাকে করিত পিয়ার তার পরে সাজিল মর্দ্দ নামে জয় কেশি ॥ হানিফার হুকুমে তার চক্ষে চামের ঠুশি * মুল্লুক হয়রান করে যদি চোখ খোলা পায় আদমি হৈয়া সে বেটা কাঁচা গোস্ত খায় * কদম ডালি মহাবলি কোঠায় ছিল বৈসে ॥ হানিফার লস্কর তথায় পৌছাইল এসে * লস্কর কহে ওরে ভাই শুন পাহালওয়ান ॥ হানিফা মদীনা যাবে

আনো নওজওয়ান * ময়দানেতে বাহির হবে দু-ভাইয়ের শোকে ॥ লড়িবে মর্দ্দ শুনিবে বাত বাহির হয়ে আগে * লড়াইয়ের কথা শুনিয়া মর্দ্দ বলে জয়২ ॥ খোশ হয়ে দাগিল কামান কুড়ি আটেক নয় * বৎসর কড়ি বৈসে থাকি না করি লড়াই ॥ হানিফা চলেছে রণে তবে একবার যাই * ত্রিশ মণ লোহার জাল তুলিল মাথায় ॥ সত্তর মণ লোহার জেরা অঙ্গেতে উঠায় * গোর্জ্জ হাতে লিয়া পথে সাজিয়া আইল সে ॥ হানিফা বলে মদীনাতে আর যাইবে কে * বন্দী খানায় এক বীর কয়েদ হৈয়া ছিল ॥ হানিফার কাছে একখান পত্র লিখে দিল * বাদশাই করিয়া ছিলাম নাহি দিলাম কর ॥ তোমার সঙ্গে লড়িয়া ছিলাম হৈয়া জোরওয়ার * জঙ্গে জিতে আমায় এনে রাখিলে কারাগারে॥ জমি সব কেড়ে লইয়া কয়েদ কল্লে মোরে * লড়িয়া ইমামের দাদ লইতে পারি আমি ॥ তখতে বসিবে খালাস পাইবে ইমামী * লিখন পড়িয়া হানিফা বড় খুশী মন ॥ করহে বন্দীয়ান খালাস আছে যত জন * হৈল হানিফার হুকুম দরওয়াজা দিল খুলে॥ বন্দীয়ান খালাস হৈল আল্লা২ বলে * পায়ের বেড়ি কাটে আগে জোর করে পিছে॥ মাত্তা মাল চাল্লা আটিয়া আইল হানিফার কাছে * তীর বন্দুক লইয়া আসে যেবা যেমন জানে তিন হাজার বন্দী খালাস হৈয়া আইল ময়দানে * ভাইর শোকে আগুন জ্বলে কলেজার ভিতরে ॥ ঘোড়া আন বলিয়া হানিফা ডাকে সহিসেরে * আকবর নামেতে সহিস ঘোড়ার নেঘাবান বাগ ডোর ধরিয়া ঘোড়া বাহিরে নিকলান * ঘোড়ার চুলি সোনার কলি সোনার বাগডোর॥ দুই কিনারে চৌদ্দ রেকাব সোনালি চামর * সোনা রূপায় ভুষিত ঘোড়া যেখানে যা সাজে নানা রত্ন ঘুঙ্গুর যুক্ত ঝুমুর২ বাজে * রাত দিন যেন মণি জ্বলিছে তাহাতে ॥ বামে তলওয়ার বেন্ধে গোর্জ্জ লইয়া হাতে * তোগান তুরুক উঠিয়া বলে লইয়া সামান॥ কোথায় বাঁচিবে

এজিদ মাবিয়ার সন্তান * ঘোড়ার পিছে বান্ধিয়া মারিব দশ জোড়া
ইমামের দাদ বুঝিয়া লইব খাড়া২ * এয়ছা ঘোড়া মুল্লুক জোড়া
নব্বই হাজার ॥ লস্করের মাঝে গিয়া বলে মার২ * এমত কালে
আল্লা বলে রাসুলের তরে॥ দামেস্ক চলিল হানিফা দেখ যে নজরে
এজিদার পর নজর আমার ছিল এত দিন ॥ ঘড়ি একের মধ্যে
উহার না রাখিব চিন * আমি আল্লা দুনিয়ার হিল্লা পাক পারওয়ার
ভেঙ্গে গড়ি গড়ে ভাঙ্গি দয়া নাই আমার * আমি হাকিম আমি
মালিক আমি পারওয়ার ॥ কুদরতে ভাঙ্গিয়া গড়ি পর্ব্বত পাহাড়
আমি বাদশা আমি নবাব আমি হই রাজা॥ আমি আমিন
আমি দেওয়ান আমি হই প্রজা * আমি খাট আমি পালঙ্গ আমি
যাই নিদ ॥ আমি ডাকাত আমি চোর আমি কাটী সিদ *
আমি টাকা আমি ধন আমি কর্জ্জ দেই॥ বাকি পৈলে তাগিদ
দিয়ে আদায় করে লই * আমি আফতাব আমি মাহতাব
আমি রাত দিন ॥ আমি দরিয়া আমি জল আমি তার মীন *
আমি নৌকা আমি মাঝি আমি হাল ধরি ॥ মানুষ হৈয়া নৌকায়
বসে আমি পার করি * আমি কালা আমি মালা আমি
গঙ্গা জল ॥ আমি হিন্দু আমি মোমিন আমি জাহানের কল *
আমি কারি আমি কোরান আমি শহরে সার॥ নেকী বদীর
হিসাব করিব কুল দুনিয়ার * কেরামন কাতেবিন যে দিন দিবে
হিসাবের ফর্দ্দ॥ ফর্দ্দ পাইয়া সেই দিন করিব কুল দুনিয়ার
হদ্দ * কহে হীন খাকসার ভাবিয়া খোদায় ॥ চলিল মোহাম্মদ
হানিফা শহর মদীনায় * শুক্রবার যাত্রা শুভ সায়েত পাইল
ভাল॥ মার মার শব্দ করে ঘোড়া ছেড়ে দিল * ঘোড়ার
উপরে মর্দ্দ সূর্য্য যেয়ছা উদায় ॥ চাবুকের জোরে কত দেরেক
উড়ায় * নদী নালা নাহি মানে ঘোড়া মহাজোর ॥ এক
মাসের পথ থাকিতে রজনী হৈল ঘোর * এয়ছা জোরে যায়
চলে ঘোড়া এরাকি ॥ হানিফার লস্কর যেন উড়ে যায় পাখী *

হানিফার লস্কর যখন এক রোজের পথে ॥ এজিদা পরামর্শ করে জয়নালের সাথে * আজ যদি কথা রাখ হইবে ভালাই ॥ তুমি আমি একত্রে করিব বাদশাই * জয়নাল বলে ও গোলাম তোরে ডরাইব ॥ মওতের ভয়ে আমি তোর বশ হৈব * এমনি ভাবে মোকাবিলা হয় দুই জনাতে ॥ হানিফার লস্কর এসে পৌছিল দামেস্কেতে * এজিদার বাড়ী কিছু পূর্ব্বেতে তফাত ॥ ময়দান দেখিয়া সবে ডালিল কানাত * হানিফা বলেন তোরা যাও চলে ময়দানেতে ॥ একেলা যাইব আমি জয়নালে দেখিতে * যখন লস্করের তরে এই কথা কয় ॥ শুনিয়া যতেক সৈন্য সবে কাতর হয় * ছাড়িয়া গৃহ বাস ভাসায়ে ধন মাল ॥ চোখে দেখিব বলে সোনার জয়নাল * জয়নালকে দেখিব মোরা সঙ্গে লয়ে চল ॥ লড়িয়া লকলে মরি সেই মোদের ভাল হানিফা কহে এত লস্কর গেলে একেবারে ॥ জহর খেয়ে মরিবে পুরী না চিনে মোরে * লস্করের তরে হানিফা এই কথা কৈয়া ॥ ঘোড়া ও তলোয়ার মীরে সঙ্গেতে লইয়া * হানিফা ঘোড়ায় সওয়ার উড়ে যেন পাখী ॥ দশ হাজার সীপাই দেয় আহলেখানা চৌকি * লস্কর দেখে হানিফা মনে মনে ভাবে ॥ সকল লস্কর আমার জয়নালের হবে * হানিফা বলে এত লস্কর বসে কেন পথে ॥ কার সঙ্গে বিবাদ তোদের লড়িবি কার সাথে * লস্কর কহে ওরে এতদিন কোথায় ছিল ॥ মাটি ফুঁড়িয়া আজ পরিচয় লইতে আইলি * যাবার বেলা শুনে যাইবি এখন যা তোর কাজে ॥ পেটে যাহার বুদ্ধি থাকে ইশারাতে বুঝে * ময়দান জোড়া ঘোড়া তেমনি পাহালোয়ান ॥ সব পেলে আল্লার কাছে না পেলে জ্ঞান * হানিফা বলে আল্লা আমায় সকল দিয়াছে ॥ তোরা কোন বাদশার সেনা বল মোরে কাছে * বাদশার লস্কর তোরা লড়াই করিবি কোনো ॥

লাল-শা তেয়ারি বলে শুন্তে চাইলি তো শুন * দশ হাজারের সর্দ্দার নাম লাল-শা তেয়ারি ॥ আড়েতে আঠার গজ মর্দ্দ এয়ছা ভারি * হানিফার চেহারা দেখে লস্কর বাখানি ॥ দশ হাজার কাফেরের লস্কর করে কানাকানি * উহারে যেন দেখতে পাই আলীর মুখের ছটা ॥ খবর পাইয়া তাহা দিগের সাজিয়া আইল কেটা * পায়রা ধরিতে বুঝি উড়িয়া আইল বাজ ॥ লাল-শা তেয়ারি বলে শীঘ্র করিয়া সাজ * হানিফারে ঘেরাও করে চারিদিক হৈয়া ॥ কহিতে লাগিল হানিফার সামনে রহিয়া পৃথিবী জিনে খাজনা এনে লইয়া ছিল যে ॥ তাহারে মারিয়া তাঁর চাকরি করে সে * বাদশা দেখিবার সাধ থাকে যদি অন্তরে ॥ যারে চলিয়া দামেস্কেতে দেখে আয় তারে * তখ্তের পরে বাঁদশাই করে এজিদ নামদার ॥ মীর ওমরা আছে কত দশ বিশ হাজার * তুইতো পালোয়ান ভাল২ তোর ঘোড়া ॥ এই সরকারে চাকরি কর মাহিনা পাবি দেড়া ॥ মাসে মাসে হাজার টাকা আর পাবি জমি ॥ মাসে মাসে হাজার টাকা পাইয়া থাকি আমি * হানিফা বলে যার সরকারে করিব চাকরি ॥ থাকতে হবে তোদের সঙ্গে আয় না দেখি লড়ি * কাফেরের লস্কর হানিফা জেনে মনে ॥ এরাকিরে ইশারা করে প্রবেশিল রণে * ঘোড়া তুমি কর জোর দুনিয়ার কাম নাই ॥ আজিকার জঙ্গ যেন বসিয়া দেখেন সাঁই * খোদতালা বসিয়া হেন রণ দেখে ॥ সীপাহী বেহাল করিব তলোয়ারের মুখে * ইহা বলে পিছে মীরে ঘোড়া দিল ছেড়ে ॥ কাফেরের অঙ্গেতে যেমন বাজ পৈল উড়ে * ঠনাঠন বাজিতেছে তীর আর গুলি ॥ মুদগর মারিয়া কত ভাঙ্গে মাথার খুলি * নেজা ধরে কার তরে গর্দ্দ করে ডালে ॥ বড় বড় সিপাহীর চড় মারে গালে * গাল ধরে ঘুরে পড়ে আর নাহি উঠে ॥ ভেলকি লেগে কত বেটা মরে দম ফেটে * শমশের কাটারি

ছুরি মারে কার বুকে॥ খুলিয়া পায়ের জুতা মারে কার মুখে ✻ শির পড়ে উড়ে কার মারে তলোয়ার॥ যেন বড় গাছ চিরে করাতে সুতার ✻ কারে ধরে শূন্যে ফেকে দেয় পালোয়ান যেমন ঢেলায় ঢেলা চূর্ণ করে কৃষান ✻ কহে হীন খাকছার ভাবিয়া খোদায়॥ ত্রিপদীতে লড়াই লিখে ছাড়িয়া পয়ার ✻

ত্রিপদী ✻ হানিফা গোস্বায় জ্বলে, কহ গিধি কি কহিলে, দেহ জ্বলে তোর কথা শুনে॥ বাঁচিতে কি সাধ হৈল, পরকে আপন বল, বেটা পয়দায়েসের গুণে ✻ বাওরা খেয়াল হেন, মন ভুলেন শুন চেন, নাহি চেন আপন আর পর॥ মাথা তেরা উড়াইব, খোসামোদি না শুনিব, মেরে গোর্জ্জ কিম্বা তলোয়ারি এছা শুনে সমাচার, কাফেরের আছওয়ার, হাঁক হাঁকে বলে মার মার॥ একেবারে ঘোড়া হাতী, সীপাহী পায়দল সাথি, উঠাইল বাইশ হাজার ✻ একেবারে চারিদিকে, গোস্বায় এজিদার লোকে, ঘিরিলেক হানিফার তরে॥ চারি দিকে দেখে চাইয়া, হানিফা দহসত পাইয়া, বলে আল্লা কি হইল মোরে ✻ তুমি আল্লা দয়াময়, নাম তেরা যেই লয়, তার হও বিপদের ঢালি॥ এ সময় নানা নবী, দুই ভাই ফতেমা বিবী, কোথা রৈলে শাহা শের আলী ✻ হানিফা কাতর হালে, আল্লাকে ইয়াদ দেলে, মুখে নাম বারে বারে লয়॥ এজিদার লস্কর দেখে, চিন্তা ভয় নাহি রাখে, বাড়ে জোর ঘুচে গেল ভয় ✻ আল্লার করমে তার, নাম লিতে মোর্ত্তজার, এক হৈতে পঞ্চ গুণ বাড়ে॥ গোস্বা ভরে হানিফা মীরে, দু-হাতে তলোয়ার ধরে, লস্করের মাঝে গিয়া পড়ে ✻ আকাশের বাজ যেছা, গিরে তাহার অধিক তেছা, ক্রোধ ভরে হানিফা পালোয়ান॥ ধমকে মেদিনী কাপে, মার মার হাঁক হাঁকে, ডরে কার নিকালে পরান ✻ যেই দিকে ফিরায় আঁখি, লাল রঙ্গ চক্ষু দেখি, ইযরাইল সম ভেবে পরে॥ আতঙ্কেতে কেহ গিরে, কেহ দম

ফেটে মরে, বিনা গোর্জ্জ তীর তলোয়ারে * খঞ্জরে আগুন উঠে, কারে ঠায় মাথা কাটে, কার ধরে মলে নাক কান ॥ দুই হাতে কেটে যায়, এক ঠাঁই নাই রয়, এজিদের লস্কর পালোয়ান কারে মারে নূরি ছুরি, কারে মারে তীক্ষ্ণ কাটারি, কারে লাথি মারে কারে কিল ॥ এজিদার লস্কর যত, আপোষে আপোষে কত, কহে ভাই ঘটিছে মুস্কিল * কারে মারে তেগ তীর, মুক্কি মেরে ভাঙ্গে শির, তেগ রেখে কারে মারে লাথি ॥ এয়ছাই দাপটে ফেরে, লাথির চোটেতে মরে, ঘোড়া ঘুড়ি কত শত হাতী * কাটারি রাখিয়া খাপে, কারে ধরে ফেকে লুকে কারে ধরে মারে মুক্কি কিল ॥ এজিদার লস্কর বলে, ভাঙ্গে নাই কোন কালে, মুক্কি মেরে পাঞ্জরের খিল * কেহ বলে ওরে ভাই, এয়ছা কভু দেখি নাই, লড়িতে২ হৈনু বুড়া ॥ কেহ বলে মৃত ভাল, বাঁচিবার কিবা ফল, জনমের মত হৈনু খোঁড়া * কেহ বলে ওরে ভাই, আমাতে আর আমি নাই, জীউ বুঝি না আছে কালেবে ॥ কেহ বলে থুক তোর, দিন কত পিছে মর, রণে জয়ী হইতে যে হবে * কেহ বলে ওরে ভাই, হৈতে বিয়া বাধা নাই, কেননা লগন ছিল বান্ধা ॥ বিয়ের মুখে থাকুক ছাই, জ্বলনেতে মরে যাই, নাসিকা হৈয়াছে মোর থান্দা * কেহ বলে ওরে ভাই, বান্দা ভাল বেঁচে রই, ঠোঁট কান কার কাটে নাই ॥ ঘরে যদি যাই ফিরে, জরু চিনে কিনা মোরে, শরম তা হৈতে মরে যাই * এইরূপে জনে জনে, আফসোস করিয়া মনে, লড়ে ভিড়ে পিছে সবে মরে ॥ লাল-শাহ জঙ্গ বিচে, একা কেবল বেঁচে আছে, দেখে ক্যফেয় চাহিয়া চারিওরে * অধীন খাকছার কহে, আল্লা যার সখা রহে, তার সাথে কে আটিতে পারে ॥ পতঙ্গে মদদ দিলে, হাতীকে ধরিয়া গলে, গহরিয়া দেখ পরস্পরে *

পয়ার ছন্দ * মারা গেল সকল লস্কর লাল-শা ছিল বাকি॥ কৈফিয়ত করিয়া আইল বেটা হানিফার সমুখি * হাতের ঢাল তলোয়ার ফেলিয়া দিল দূরে॥ এই কথা কহেন তখন হানিফার হুজুরে * শুন২ শাহাজাদা তোমাকে সমঝাই॥ উহাদের ডরেতে কার নিদ্রা ছিল নাই * ভাল কাজ হইয়াছে উহাদেরে করিয়াছ খুন॥ উহারা সবে ছিল তোমার সৈয়দের দুস্মন * যখন লাল-শাহ তেয়ারি এই কথা কয়॥ গোস্বায় হানিফা মর্দ্দ আড়ে২ চায় * তার পরে হানিফা মীরে ছিল বড় বোগজ॥ লাথ মারিয়া তাহার তুড়িল মগজ * এয়ছা জোরে হানিফা তারে মারিল এক লাথ॥ মুণ্ড ছিড়ে উড়ে পড়ে পাঁচ গজ তফাত * শূন্য হৈল শহর বাজার মনে হৈল ভাইর॥ কেল্লা পানে চাহিয়া হানিফা কান্দে দণ্ড চাইর * দূর হৈতে কাছে আইলাম দুঃখের বোঝা লিয়া॥ শীতল করিব প্রাণ কার মুখ চাইয়া * শোকের অনলে আমার শরীর যায় জ্বলে॥ এইখানে রহিছে ভাই আমাকে যে ফেলে * এইখানে রহিছ ভাই আমাকে ফেলে একা॥ তোমার ভাই আসিয়াছে উঠিয়া কর দেখা * জারজার হৈয়া কান্দেন কাতর দেলে॥ এমন কেহ দোসর নাই ডাকি ভাই বলে * ভাই ছিল কোথায় গেল না পাইব চাইয়া॥ ভাই২ বলিয়া হানিফা পৈল আছার খাইয়া * কাতর হৈয়া জমি পরে পৈল হানিফায়॥ দুল২ ঘোড়া ডাকিয়া তখন হানিফারে কয় * পিঠ পর সওয়ার হও কান্দিলে কি হবে চল গিয়া দেখা করি আহলেখানার বাবে * এতেক শুনিয়া হানিফা দুল২ ঘোড়ার দুঃখ॥ আসিয়া হইল খাড়া দেউড়ির সমুখ * কদবানু সহরবানু বিবী বালাখানা থাকিয়া॥ থর২ কাঁপিয়া উঠে হানিফায় দেখিয়া * জিউজান আবরু শরম এত দিন ছিল॥ আজ দেখি ঘোড় সওয়ার বাড়ীর মধ্যে এল * দুর্জ্জয় ঘোড়া এর দেখি বড় চাল॥ এখন সারিবে তোমায়

সোনার চাঁদ জয়নাল ✽ স্বর্ণ পুরী গোজরান করি কেহ নাহি সখা ॥ পুরীর মধ্যে ছিল কেবল জয়নাল একা ✽

ত্রিপদী ✽ তিন শত পুরীর মাঝে, একা কেবল জয়নাল আছে, আর সকল রণে গেছে মরে ॥ গোলাম যদি মনে করে, আসিয়া আপন জোরে, জয়নালেরে নিয়ে যায় ধরে ✽ তবে মোরা অনাথ হৈব, কার কাছে কান্দিয়া যাব, এমন আর কেহ নাহি সখা ॥ শুনেছি হোসাইনের কাছে, দাদ লইতে হানিফা আছে, এসময় যদি দিত দেখা ✽ তবে মোরা যত নারী, আনন্দে বসতি করি, গোলামের নাহি রাখি ডর ॥ এছাই বলিয়া কদবানু, ধূলাতে লুটায়ে তনু, কাতর হৈয়া কান্দেন জারেজার ✽ আহা বাছা দরিদ্রের ধন, কোথা লইয়া যায় এখন, ভাবিয়া কিছু নাহি পাই ঠিকানা ॥ তোমার চাঁদ মুখ চাহিয়া, আছি অনাথিনী হৈয়া, কত সহিব শোকের যন্ত্রণা ✽ শোকে তনু পারা২, হৈছি জিয়ান্তে মরা, অস্থি চর্ম্ম হইয়াছে সার ॥ পুরীর মাঝে আছ একা, আর কেহ নাহি সখা, বৈমুখ হইয়াছেন পরোয়ার ✽ নবী বংশে এত জ্বালা, লিখেছিল বারিতালা, দিয়াছেন কাফেরে বাদশাই ॥ দারুণ কাফের হৈয়া বৈরি, বিনাশ কৈরেছে পুরী, বংশে কেহ বাতি দিতে নাই ✽ আকবরের শোকাগুনে, জ্বলিতেছি রাত্রি দিনে, তাহা বাদে দুই পুত্র ছিল ॥ আজগর আমায় ছাড়ি গেছে, কাঁচা বাঁশে ঘুন ধরিছে, কোথা থেকে ইযরাইল আইল ✽ যেমন ঘোড়া তেমনি যোড়া, হাতে জুলফিক্কার খাড়া, নাহি জানি কি ঘটে কপালে ॥ আপে আল্লা হও সখা, এ বিপদে কর রক্ষা, পানা মাঙ্গি তব চরণ তলে অধীন খাকছার কয়, আর কোন নাহি ভয়, হানিফা পৌছিল মদিনায় ॥ ভরসা কর আল্লা বারি, উদ্ধার করিবেক পুরী, যদি ইলাহির রহম হয় ✽

পয়ার * সখিনা বলে ওগো মাতা কান্দিলে কি হবে॥ এনে দেহ জহর গুলি খাইয়া মরি সবে * সহরবানু বিবী তখন জয়নালকে কয়॥ আমাদের জন্য তোমার এত জুলুম হয় * পুরী সব নাশ করে রাখিল এখন॥ শিরে লইয়া রাখে যেন দরিদ্রের ধন * জয়নাল কহে জননী জবান তোমার খাসা॥ জিয়ন্তে মাটি দিব এওতো আজব তামাসা * যার বাপ দাদার জোর জিয়াদা কেহ নাইক টিকে॥ নীচে ভাগেগা মা তোম কো বেটা হোকে * তোমকো বেটা হোকে খোটা কেয়া কারেগা হামে॥ মরনেকা ডার নেহি করেগা আলবত্তা লেগা যমে * আজি মওত কালি মওত মওত নাইকো ছাড়া॥ তামাম দুনিয়া মরে এই খানে রহিবে গাড়া * কাঁহারে কালুয়া সহিস ঘোড়া কর জিন॥ আয়ে কাহার কোটন কাফের ওছকো মরনেকা লাগে দিন * মীরের মুখে শুনিয়া কালু সাজাইল ঘোড়া॥ বাগডোর ধরিয়া ঘোড়ার আনে খাড়া২ * ঘোড়ার চুলি সোনার কলি সোনালি বাগডোর॥ দুই কিনারে চৌদ্দ রেকাব সোনালি চামোর * সোনা রূপায় সাজায় ঘোড়া যেখানে যেমন সাজে॥ নানা রত্ন ঘাগোর মুকতা ঝুমুর ঝুমুর বাজে * রাত দিন যেন মণি জ্বলিতেছে তাহাতে * বামে তলোয়ার বান্ধিয়া গোর্জ্জ লইয়া হাতে * ঘোড়ার সাজ দেখিয়া মীরে আপন সাজ করি॥ কোমরে পটকা বান্ধিয়া তাহে গোজে ছুরি পৃষ্ঠে ঢাল অতি ভাল লাল মতি ঘেরা॥ ঝিকিমিমি করে যেমন আসমানের তারা * বিসমিল্লা বলিয়া পা রেকাবে দিয়াছে তুলে॥ চারি ফেরেস্তা ইয়াদ দিচ্ছে আল্লা২ বলে * এস্রাফিল মেকাইল আর ইযরাইল॥ জিব্রীল বলেন আল্লা রাব্বেকুল জলিল * তোমার মকর কিছু না পারি বুঝিতে॥ হানিফাকে আনিয়াছ জয়নালকে মারিতে * আল্লা বলেন জঙ্গমাঝে চলিয়াছে জয়নাল॥ উহার তেলে না হইবে ওয়ার আমি হৈব ঢাল *

যুদ্ধ হইবে আজ ভাইপো আর চাচায় ॥ তামাসা দেখিব আমি কাহার জয় হয় ✽ কহে হীন খাকছার ভাবিয়া খোদায় ॥ চাচা ভাইপোর লড়াই দেখ কি রূপেতে হয় ✽

✽ চাচা ভাইপোর লড়াইয়ের বয়ান ✽

পয়ার ✽ ঘোড়ায় সওয়ার জয়নাল লাল করে আঁখি ॥ কাহাকা বিদেশী সিপাই আগে আয়তো দেখি ✽ কাহাকা বিদেশী সওয়ার কেয়া তেরা ভাগে ॥ রাহা পর হোকে সওয়ার কাহে ঝগড়া লাগে ✽ কাহাকা বিদেশী সওয়ার ফিরো আপন জোরে ॥ খামাখা হামারা বড়ীমে আয়া কোন্ ভেজিল তোরে ✽ হানিফা কহে চলা যায়গা মেরা তাকপায়া যাহা ॥ এহি বাড়ীকা খাদেম কোন হায় মেরা আগে কহা ✽ এহি বাড়ীকা খাদেম কোন জলদি বোলাও উন্‌কো ॥ জয়নাল কহে হাম পাকড়েগা তোমকো ✽ হানিফা কহেন ছোকরা চাপড় মারিয়া যাইস ॥ দুধের ছাইলা হৈয়া তুই লড়াই করিতে চাইস ✽ জয়নাল কহে ছোট দেখিয়া আমারে ঠাট্টা করিস বটে ॥ ছোট নয় পোলাদের ছেনি লোহার ভাড়ে কাটে ✽ এই কথা শুনিয়া হানিফা মনে মনে ভাবে ॥ এই ঠিক জয়নাল আমার ভাইয়ের ছেলে হবে ✽ এই কথা হানিফা মীরে ভাবে মনে মন ॥ জয়নাল বলে ওরে কাফের বলি তবে শোন ✽ তোরে বুঝি এজিদ পাজি দিয়ায়ছে যে ভেজে ॥ নামাকুল করিয়া কেন একা আইলে সেজে ✽ দুনিয়া পরে তোর থাকে দোসর ভাই ॥ তাহাকে লইয়া আয় যদি করবি লড়াই ✽ যখন জয়নাল মীরে এই বাত কহিল ॥ শুনিয়া হানিফা মীর কান্দিতে লাগিল ✽ হানিফা কহে ছোকরা আজ খুন করিলি বাতে ॥ দোসর নাহিক আর আসিব কাহার সাথে ✽ আমি আসিয়াছি আগে আলীর লস্কর পিছে ॥ তুই দুধের সন্তান কার কহ মোর কাছে ✽

জয়নাল কহে তবে শুনরে সীপাই ॥ তোকে পরিচয় দিবার আমার কোন দরকার নাই * ও সকল জানি আমার বুদ্ধি আছে দড় ॥ আমি অতি ছেলে মানুষ তুই পাহালওয়ান বড় * বিচার করিয়া বুঝ গিয়া আপনার অন্তরে ॥ বড় বড় হাতী ক্ষুদ্র সাপের হাতে মরে * আমি যদি নাহি হারি পরিচয় দিব শেষে॥ আমাকে খুন করিয়া বলিস নাইকো দেশে * তাহা হইলে তোমার হইবে অখ্যাতি ॥ তোকে যদি মারিতে পারি বলিব মারিয়াছি এক হাতী * হানিফা কহে ছোকরা আমি মরনেতে আছি খুশী ॥ জয়নাল কহে সামাল থাকিস আমি আগে আসি * আসিয়া ওয়ার করে হানিফার উপরে॥ সামালে হানিফা তখন ঢাল দিয়া শিরে * ফের কহে হানিফা ছোকরা কুয়াত বাখানি॥ ফের চলে আওতো বাবা তাকিত করিয়া জানি দোছরা বারেতে জয়নাল ভ্রমরা গুঞ্জরে ॥ আসিয়া করিল ওয়ার হানিফার শিরে * এমন জোরেতে কোপ মারে হানিফায় ॥ বাজু লোড়ে গিয়া ঢাল লাগিল মাথায়* তেছরা বারেতে কহে ছোকরা কুয়াত বাখানি॥ ফের চলি আওতো বাপ তাকিত করিয়া জানি তেছরা বারেতে যখন জয়নালকে ডাকে ॥ থর২ কাঁপিয়া উঠে জয়নাল ঘোড়ার উপর থেকে * হারিলাম ইহার কাছে জানিলাম অন্তরে॥ আজি মরণ হইবে আমার জঙ্গের মাঝারে আমি এখন মারা যাই তাহে নাইক দায় ॥ যত সব বেওয়া পুরীর কি হবে উপায় * এই জন্য মা নিষেধ করিয়া ছিলে তুমি॥ তোমার কথা না শুনে লড়িতে আইলাম আমি * আহারে নিদারুণ বিধি কি করিলে সাঁই॥ মা বলিতে জনম দুঃখিনীর আর কেহ নাই * জঙ্গে গিয়া আগু হৈয়া করিল ওয়ার॥ হাতেতে ধরিল হানিফা জয়নালের তলোয়ায় * বাম হস্তে তলোয়ার ধরিয়াছে পাহালওয়ান ॥ ডান হস্তে তলোয়ার ছিল

ওয়ার করিতে জান * জয়নাল বলে মারিস না শুনরে সিপাই॥ বংশে বাতি জ্বালিয়া দিতে আর যে কেহ নাই * সত্য একরার করিয়াছি আমি সত্য কথা বলি॥ বাপজী আমার ইমাম হোসেন দাদা হজরত আলী * চাচার কাছে কাসেদ গেছে মনে করি আশ॥ পথ পানে চাহিয়া আছি বার বার মাস * আয়রে হানিফা চাচা মদীনাতে আয়॥ ভাইপোর সঙ্গে দেখা করিবার সময়-বয়ে যায় * বংশে বাতি জ্বালিয়া দিতে আমি ছিলাম একা॥ আমার হলকুমে বসে যম এসে দেওগো দেখা * জয়নাল তখন কাতর হইয়া এই কথা বলে॥ বাছা বাছা বলে হানিফা তুলে নিল কোলে * হানিফা বলে আর কেন্দনা ওরে জয়নাল বাছা॥ আমার নাম মোহাম্মদ হানিফা আমি তোমার চাচা * জয়নাল বলে তুমি যদি আমার চাচা হইতে॥ আগেতে আসিয়া তুমি পরিচয় দিতে * মারিতে আমায় যদি করিয়া থাক আশা॥ দাও খঞ্জর গলে তুলে হউক বাবাজীর দশা * এতেক শুনিয়া জয়নালকে কোলে তুলিয়া লয়॥ বন্ধখানা ঘরেতে তখন আসিয়া পৌছায় * সাত শত পুরীর মাঝে প্রধান কুলসুম বিবী॥ ডাকিয়া জয়নাল তখন কহিছে সেতাবি * শুন দাদী সৈয়দ জাদী পায়গাম্বরের মেয়ে॥ আমাদের বাবে কালনিশি এসেছে পোহাইয়ে * শুন২ ওগো দাদী কহি যে তোমার ঠাঁই॥ হানিফা চাচা আসিয়াছে আমি দেখিতে পাই কুলসুম বলে চুপ কর নাহি কর শোর॥ হানিফার নাম শুনিলে এজীদ গর্দ্দান লইবে যে তোর * তবে মোরা যত নারী অনাথিনী হইব॥ দুঃখের উপরে দুঃখ পাইলে সকলি মরিব * জয়নাল বলে মউত কালে ভয় কারে রাখি॥ মনের সাধ মিটাইয়া একবার চাচা বলে ডাকি * হানিফা বলেন খালা আমার কথা লও॥ আমি হানিফা আসিয়াছি দরোয়াজা খুলে দাও * কুলসুম কহেন তুমি শুন সমাচার॥ হানিফা এজিদের

চোর মোর হয় এতবার * হানিফা কহেন খালা শুন সমাচার কোন কথা শুনিলে তোমার দেলে হয় এতবার * কুলসুম কহেন আমি তবে এতবার করি॥ কাহার বেটী ঘরে আগে আনিয়াছিল নবী নূরী * কুফাতে বাদশাই কাহাকে দিয়াছিল নবিজী ॥ কোন শহরে জন্মে ছিলে মিয়ার নামটি কি * আর একটি কথা আমি জিজ্ঞাসি তোমার ঠাঁই॥ একে২ দুনিয়াতে জন্মে ছিল কয় ভাই * কেবা ছোট কেবা বড় কহ মেরা.কাছে উটের পৃষ্ঠে গোর লিয়া কোন মর্দ্দের দিয়াছে * হানিফা বাদশাই পাইয়া ছিল কোন ওয়াক্তে॥ কি দিয়া রাসুল তারে বসায়ে ছিল তক্তে * তুমি যদি আমার পাঞ্জাতনের হবে॥ একে একে সকল খবর কহিতে পারিবে * হানিফা বলেন খালা তুমি এত জান॥ একে২ পরিচয় দেই মন দিয়া শুন * খোয়ায়লেদের বেটী নাম বিবী খাদিজা ॥ সে উদরে জনম হইয়াছেন বিবী বরকত মা * আগে খাদিজারে নবী আনিয়াছিল ঘরে ॥ আর আট জরু নবীর হইল বুঝরে * মাবিয়াকে বাদশাই দিয়া বেহেশতে গেছেন নবী ॥ আলীর বিবী আমার মা হনুফা বিবী * হোসেনের চারি বেটা তাও আমি বলি॥ কাসেম আকবর আর আসগর আলী * তাহার ছোট হয় জয়নাল আবদিন ॥ কাফের রাখিয়াছে ঘিরে বক্তে পাই হীন * আর একটি কথা খালা শুন সমাচার ॥ উটের পৃষ্ঠে গোর লইয়াছেন মিয়াজী আমার * হাতের অঙ্গুরী মিয়া আমাকে সঁপে দিয়া ॥ বেহেশতে গেছেন মিয়াজী আমার কোরবানী হৈয়া * সেই মানিক অঙ্গুরী আছে আমার হাতে॥ হুকুম যদি কর দেই তোমার সাক্ষাতে * বড় খুশী হৈল সবে এই কথা শুনি॥ অঙ্গুরী দিয়া কোলে আইস হানিফা যাদুমনি * অঙ্গুরীর মূল্য সাত বাদশার ধন ॥ অন্ধকার ছিল কুঠরি হইল রৌশন * বিবীগণ দেখিয়া সবে মনে হৈল খুশী॥

মদীনার চীজ আমাদের পৌছিল আসি * হানিফা বলে সব্ব বিনাশ হৈয়া গেছে ॥ এখানে থাকিয়া আর কিবা সুখ আছে * শুন শুন ওগো খালা তোমাকে সমঝাই ॥ মদীনা ছাড়িয়া চল আম্বাজেতে যাই * মোহাম্মদ হানিফা যখন একথা কহিল ॥ শুনিয়া বিবীগণ তখন কান্দিতে লাগিল * দুনিয়ার লোক শোক ভুলে যায় মক্কায় এলে ॥ আমাদের কি ভাল হবে মক্কা ছাড়ি গেলে * মক্কার মাঝে আছে বয়তুল্লার ঘর ॥ এ জায়গা ছাড়িয়া মোরা যাবো কোথা আর * শুনিয়া হানিফা মীরে আরবার কয় ॥ সবে মারা গেছে এই দস্ত কারবালায় * গোস্বা হৈয়া কুলসুম এই কথা বলে ॥ মর্দ্দের ছাওয়াল তুমি নহ কোন কালে মরদের মর্দ্দমি হানিফা তুমি নাহি জানো ॥ অযোধ্যার রামের কথা মন দিয়া শুন * সীতার সত্য পালিত রাম গিয়াছিল বনে ॥ রাম লক্ষণ সীতাদেবী এই তিন জনে * মৃগ মারিতে গেল রাম সীতাকে রেখে ঘরে ॥ রাবণ এসে সন্ন্যাসী বেশে চুরি করে তারে * চুরি করে লয়ে গেল আলগ রথে তুলে ॥ তিন রোজ কান্দিয়া ছিল রাম সীতা২ বলে * বানর হনুমান সঙ্গে লৈয়া রাম গধাধর ॥ সেতু বন্ধন করিয়া সাগর হৈল পার * যুদ্ধ করে রাবণ বধে সীতা উদ্ধারিয়া ॥ দেশে আইল রঘুনাথ মর্দ্দমি করিয়া * দেশে দেশে কীর্ত্তি রৈল রঘুনাথের ॥ তেমন ধারা দেখাইতে পার আমাদের * হানিফা কহেন খালা কহি যে তোমারে ॥ মর্দ্দমি আছে কি না কাল দেখিবে ফজরে * ইহা বলে সেখান হৈতে হইল বিদায় ॥ হানিফা লস্কর মাঝে আসিয়া পৌছায় * হানিফার যত ভাই হৈয়া এক সাথ ॥ চারিদিকে ঘেরা লস্কর সাত রোজের পথ * ময়দানে ডঙ্কা বাজায় শুনে লাগে ভয় ॥ কাতর হইয়া হানিফা সবার আগে কয় * বাত রাখ খামোশ থাক নাহি মার ডঙ্কা ॥ এজিদ ভাগিয়া যায় মনে পাইয়া শঙ্কা * কেমনে লইব আমি ইমামের দাদ ॥

এইকথা মনে করে হানিফা মোহাম্মদ * ভাবিতে চিন্তিতে রাত প্রভাত হইল ॥ বিহানে সবার তরে কহিতে লাগিল * লস্কর লইয়া সবে থাক বাগে২ ॥ লড়াইর ময়দান আমি দেখে আসি আগে * ঘোড়ায় সওয়ার হৈয়া ময়দানেতে যায়॥ মেরওয়া উজির তাহা দেখিবারে পায় * যেমন ঘোড়া জোড়া তেমনি পাহালওয়ান খাড়া হইয়া আছে যেন ইযরাইল সমান * মেরওয়া উজির বলে বিপদ ঘটিল ॥ এ কথা গিয়া তখন এজীদকে কহিল * উজির মুখে শুনে বাত ময়দানে তাকায় ॥ হানিফাকে দেখিয়া তখন খুব ভয় পায় * এজীদ কহে বাপরে বাপ আমার কি হৈল ॥ ভাইয়ের দাদ লইতে বুঝি হানিফা আইল * এজীদ বলে সাকী কহি তোমার ঠাঁই ॥ জলদি করিয়া আমাকে পানি দেহ খাই * সাকী শুনে পানি এনে এজীদারে দেয় ॥ পিইতে২ আবার ফের পানি চায় * বিহান বেলা শুখায় গলা কখন না শুনি পিইতে২ ফের কেন চাও পানি * এজীদ বলে বাম আমার হৈল বারিতালা ॥ হানিফার ডরেতে আমার শুখাইল গলা * এতেক শুনিয়া সাকী হেকমত করে বলে ॥ গলায় কাপড় দিয়া মিল হানিফার পদতলে * মতলব করিয়া সাকী এই কথা কয়॥ শুনিয়া এজিদ গাওয়ার বড় গোস্বা হয় * সামনে থেকে দূর হও কমিনার জাত ॥ বান্দী হৈয়া মনিবকে কহ এছা বাত * তামাম পুরী হানিফা যদি মেরে ডালে ॥ তবু না পড়িব আমি হানিফার পদতলে * সাকী বলে বাদশাজী আরজ আমার ॥ রাবণ রাজার মত আজি ঘটিবে তোমার * রাসুলের পদযুগে ভরসা কেবল ॥ পরওয়ারদেগার কর হানিফার মঙ্গল * কাসেদ নামায় রচি জঙ্গ হানিফার ॥ শুন যত মোমেনান বয়ান তাহার * জয়নাল উদ্ধারের কথা মধুর লহরী ॥ অধম খাকসার কহে পিও মন ভরি *

——:০(x)০:——

* মোহাম্মদ হানিফার যুদ্ধের বয়ান *

পয়ার * তার পরেতে শাহা হানিফা মর্দ্দানা ॥ হুকুম দিলেন এয়ছা লস্করে আপনা * যুদ্ধের সাজন করে চল রণভূমিতে ॥ শুনিয়া লস্করগণ লাগিল সাজিতে * কোমর বাঁধিয়া সবে তৈয়ার হইল ॥ লস্কর লইয়া তবে মোক্তার সাজিল * সৈন্য সবে একসাথে মিলে তার পরে ॥ চলিল হানিফা শাহা ময়দান উপরে * যখন হানিফা শাহা ময়দানে পৌছিল ॥ আসমানে তাকিয়া হাঁক জোরেতে মারিল * হাঁকিল হায়দরি হাঁক ভাবিয়া সোবহান ॥ একেবারে ডাকে যেন দু-চার আসমান * বার কোশ গেল তার হাঁকের আওয়াজ ॥ আসমানে থাকিয়া যেন পড়ে গেল বাজ * জঙ্গল ছাড়িয়া পালাইল শের নর ॥ জীব জন্তু হাঁক শুনে কাঁপে থর থর * এজীদ বসিয়াছিল তক্তের উপরে ॥ হাঁকেতে বেহুশ হৈয়া জমিনেতে গিরে * উজির নাজির ধরে তুলে এজীদায় ॥ কতক্ষণ বাদে ফের হোশ হৈল তায় * ভয়েতে এজীদ গিধি বলে হায়২ ॥ হানিফার হাতে এবে বাঁচা হৈল দায় * আকাশ পাতাল কাঁপে যাঁর আওয়াজেতে ॥ কেমনে তাঁহার সাথে পাব আমি ফতে * মেরওয়া উজির বলে শুন নামদার ॥ এক লাখ আছে ভাল চুনেন্দা সওয়ার ॥ দশ হাজার পাহালওয়ান পায়দল আর * নেজাদার তিরেন্দাজ আছে বেশুমার * কখনও আপনা দেলে নাহি কর ভয় ॥ আলবত্তা বাঁধিয়া এনে দিব হানিফায় * উজির এতেক বলে উঠে সেই ওয়াক্তে ॥ লস্করে হুকুম দিল তৈয়ার হইতে * এক লাখ চুনেন্দা সওয়ার আছিল ॥ দশ হাজার পাহালওয়ান পায়দল লইল * মস্তহাতী লস্করেতে লিল এক হাজার ॥ নেজাদার তিরেন্দাজ লিল বেশুমার * নাকারা দামামা রণবাদ্য কত বাজে ॥ কানে তালা লেগে গেল সৈন্যের আওয়াজে লস্করের সরদার করে সীমার গিধিরে ॥ এজীদ লস্কর ভেজে ময়দান উপরে * হানিফা পাহালওয়ান লই লস্কর আপনা ॥

জঙ্গের ময়দানে যায় ভাবিয়া রাব্বানা * দুই দলে খাড়া হৈল তামাম ফউজ ॥ দরিয়ার বিচে যেন উঠিলেক মউজ * রণভূমে হইল বড়ই শোরগোল ॥ লস্করের দর্পে জমি করে টলমল * তীর তলওয়ার আর গোর্জ্জ হাতে লিয়া ॥ দুই দল খাড়া হৈল ময়দানে আসিয়া * নকিবান ঘন২ হাঁকে বারেবার ॥ জঙ্গ হইবেক শুরু হও হোশিয়ার * ঘোড়া কুদাইয়া সীমার রণভুমে যায় ॥ দেখিয়া হানিফা মর্দ্দ এই কথা কয় * আগে বেরে আয় বেটা. সীমার হারামখোর ॥ ইমামে মারিলি তুই এত বড় জোর * ভাইয়ের দাদ হাতে২ বুঝে লিব আমি ॥ মনে সাধ রাখ বুঝি ফিরে যাবে তুমি * যখন হানিফা মীরে এই কথা কয় ॥ যতেক লস্কর সবে তরাসিত হয় সীমার বলে তোমরা কেহ না পারিবে ॥ আমি গিয়া হানিফারে বান্ধি আনি এবে * একথা কহিয়া সীমার আগু বাড়ি যায় ॥ হানিফাকে ডাকিয়া তখন এই কথা কয় * হোসাইন আলী মোর হাতে হইয়াছে কোরবানী ॥ আমার কাছে খাটিবেনা তোমার মর্দ্দমি * শুনিয়া হানিফা মর্দ্দ সীমারের কথন ॥ তাহার অঙ্গেতে যেন হইল জ্বলন * ভাইয়রে শোকে মন দুঃখে অশ্রু বহে চোখে ॥ এরাকি ইসারা করে পড়িল গিয়া ঝাঁকে * ধরিল ঘোড়ার বাগ দাঁতেতে কষিয়া ॥ দুই হাতে তলওয়ার লইল ধরিয়া * এয়ছা জোরে পাহালওান জুলফিক্কার মারে ॥ এজীদ লস্কর কেটে দুই ফাঁক করে * হানিফা মর্দ্দ কুদে ফিরে বুকে দিয়া ঢাল ॥ আগ বরাবর মর্দ্দ দোন আঁখি লাল * কারে ধরে শূন্যে ফেকে দেয় পাহালওয়ান ॥ যেমন ঢেলায় ঢেলা চূর্ণ করে কৃষান উড়ে শির পরে কার মারে জুলফিক্কার ॥ কাটিয়া চলিল যেন বাগান কলার * কাফেরের লস্কর যত সকলি মরিল ॥ হাতের তলওয়ার মর্দ্দ খাপেতে রাখিল * এজীদ বলে শুন মেরওয়া উজির ॥ এত লস্কর মারা গেল কি করি ফিকির * উজির বলে বাদশা আমার কথা ধর ॥ ময়দানেতে হানিফারে চারিদিকে ঘির

পাঁচ হাজার লস্কর গেল ময়দান উপরে ॥ চারিদিক হৈয়া সবে ঘিরে; হানিফারে * দুলদুলকে ডাকিয়া হানিফা এই কথা কয় ॥ এইবার বুঝি মারা যাই না দেখি উপায় * দুলদুল কহে সাহেব জমিনে বসে থাক ॥ আমি লড়াই ফতে করি তুমি বসে দেখ * ইহা বলে দুলদুল ঘোড়া মারে এক হাঁক ॥ চারিদিকে ঘুরে যেন কুমারের চাক * এছা জোরে দুলদুল ঘোড়া মারিতেছে চাটি ॥ কারবা ভাঙ্গিছে দাঁত করে কান পটি * রণে জিনে হানিফা তখন খুশী হৈল মনে ॥ জয় হৈয়া গেল কেবল দুলদুল ঘোড়ার গুণে * জয়ের গৌরবে মর্দ্দ চড়িয়া ঘোড়ায় ॥ আপনার লস্করে তখন আসিয়া পৌছায় * ভাবিতে চিন্তিতে রাত প্রভাত হৈয়া যায় ॥ ফজরে উঠিয়া হানিফা সবার আগে কয় * হানিফা কহেন রণে আজ চলহ সকলে ॥ এজীদকে ধরিয়া আজ চড়াইব শূলে * মনেতে গরম হৈয়া কহিল এয়ছাই ॥ ফজরের নামাজের কথা মনে নাই * নামাজ কাজা করে যখন মহিমেতে যায় ॥ আরশ থেকে আল্লা তখন জিব্রীলকে কয় * আল্লা বলে জিব্রীল কহি যে তোমারে ॥ নামাজ কাজা করে যায় মহিম করিবারে * তুমি যাও বলে আইস হানিফার কাছে ॥ নামাজ কাজা করিবার কোন কারণ আছে * এতেক শুনিয়া জিব্রীল গমন করিল ॥ ফকির রূপ ধারণ করে দরশন দিল * এখনেতে হানিফা নামাজ কেন ছাড় ॥ ফজরের নামাজ মর্দ্দ আগে গিয়া পড় * হানিফা কহে ফকির তোর নামাজ রাখ হেথা ॥ আগে গিয়া কাটিয়া আসি এজীদার মাথা * গোস্বা হৈয়া যখন মর্দ্দ এই কথা কয় ॥ দেখিতে২ জিব্রীল গায়েব হৈয়া যায় * আরশেতে গিয়া জিব্রীল কহিতে লাগিল ॥ মোহাম্মদ হানিফা আমায় এই জবাব দিল * আল্লা বলে জিব্রীল একি অবিচার ॥ আজ কেন ভুলিল নাম হানিফা আমার * এই দুঃখ দিলাম আমি রণ খেলার মাঠে ॥ আজিকার রণে হানিফার ডাইন হাত কাটে * কহে হীন খাকছার ভাবিয়া পরওয়ার ॥ নামাজের দোষে হানিফা হইল গোনাগার *

* মোহাম্মদ হানিফার বাজু শহীদ হইবার বয়ান *

পয়ার • কতদিন ধরে খুব লড়াই হইল ॥ দেখিয়া এজিদ গিধি মেরওয়ারে কহিল * তোমারে কহিনু কত না শুনিলে বাত ॥ একে২ লড়ে সবে হইল নিপাত * আলীর ফরজন্দ সব ইযরাল সমান ॥ জোরে না আটিতে পারে কোন পাহালওয়ান * ইহার উচিত এক সাথেতে লড়িয়া ॥ জান হৈতে মার কিম্বা আন পাকড়িয়া * একে২ গেলে ভাই নারিবে জিনিতে ॥. শুনিয়া মেরওয়া গিধি লাগিল কহিতে * জেরাপোষ পঞ্চদশ লাখ আসওয়ার ॥ আশি লাখ পিয়াদা আর আছেতো তীরদার * ত্রিশ হাজার ঘোড়া আর মস্ত হাতী ॥ চল্লিশ হাজার ফান্দে আছেতো ফান্দতী * হিসাব করিয়া আমি করিনু শুমার ॥ আপনি লড়হ আজি করিয়া বিচার * এজীদ কহিল আমি থাকি মস্ত পিলে ॥ ফান্দের সহিত আর মস্ত হাতী দলে * লইয়া যাইব আমি হানিফার কাছে ॥ যা হবার তা হবে ভাই নসীবে যা আছে * এত বলি এজীদ লইয়া হাতীগণ ॥ ফান্দতী বহুত সঙ্গে করিল গমণ * তবেত মেরওয়া সাজে লস্কর লইয়া ॥ এজীদ হইল খাড়া ময়দানে যাইয়া * দেখিয়া আইল যত মোমিন সরদার ॥ দুই দলে লাগিল নাকাড়া বাজিবার * রণভেরী আর নাকাড়া বাজিয়া উঠিল ॥ নানারূপ বাজনার শব্দ বহু দূর গেল এজীদার লস্কর যত মৌজুদ আছিল ॥ তাহাতে মোমিন লোক যাইয়া পৌছিল * সওয়ারে২ লড়ে হাতে২ ঢালী ॥ আলাও লস্করে ঘন২ লাগে গুলি * তলওয়ারে২ লড়ে গোর্জ্জ গরজে ॥ তীর বরিষণ করে যত তীরেন্দাজে * এইমত লড়াইতে ছিল যত জন ॥ অনেক কাফের কৈল দোজখে গমন * বহুত শহীদ হৈল মোমিন সওয়ার ॥ বেহেস্ত ভিতরে সবে পাইল অধিকার * হেথায় এজিদ গিধি কমজাত কুফর ॥ লইয়া ফান্দতি আর হাতীর লস্কর

চুপেং হানিফারে পিছেতে ঘিরিল ॥ কিছুই মালুম নাহি হানিফারে ছিল * সমুখে পিছনে ঘিরে কাফের লস্কর ॥ বড় পেরেশানে লড়ে মোমিন সরদার * আখেরে ইলাহী ভাবি কাটিতে লাগিল ॥ বেলা দুই প্রহর কালে আন্ধার হইল * এজীদ কমজাত লিয়া হাতী ও লস্করে ॥ ঘেরাও করিল চারিদিক হানিফারে * এক তিল নাহি মাত্র ভয় হানিফারে হোসাইনের শোক তার জাগিছে অন্তরে * যে হাতীর পরে শাহা পড়ে উছলিয়া ॥ তখনি তাহারে দেয় যম ঘরে পাঠাইয়া * ফান্দের লস্করে এজীদ যায় সেতাবিতে ॥ থাকিয়া হাতীর আড়ে লাগিল কাঁপিতে * হানিফা পাহালওয়ান এয়ছা বাজু দাবি যায় ॥ কত হাতী ঘোড়া সব জমিনে গিরায় * কাটিতে কাটিতে মর্দ্দ কতদূর যায় ॥ দেখিয়া এজিদ গিধি হাঁকিয়া যে কয় * ফান্দ দিয়া ত্বরা করে ঘিরো হানিফায় ॥ এক সাথে ফেল ফান্দ হানিফার গায় * শুনিয়া ফান্দতি লোক ফান্দ লিয়া হাতে ॥ হানিফারে ঘিরিলেক চারিদিক হৈতে * ফেলিল সকল ফান্দ একত্র করিয়া ॥ পড়িতে লাগিল ফান্দ আসমান জুড়িয়া * চল্লিশ হাজার ফান্দ ডালে এক কালে ॥ সাত শত ফান্দ লাগে হানিফার গলে * চারিদিক হইতে সবে টানিতে লাগিল ॥ ঘোড়ায় টিকিতে নারে জমিনে গিরিল * মোহাম্মদ হানিফা যদি জমিনে পড়িল ॥ আসমান হইতে যেন মাহ্‌তাব খসিল * এয়ছা বন্ধ হৈল তার পাও নাহি চলে ॥ দেখিয়া মেরওয়া গিধি আইল হেনকালে * পিছে হৈতে কমজাত মারিল তলওয়ার ॥ দুইখান হইয়া পরে বাজু হানিফার ॥ শহীদ হইল যদি হানিফার বাজু ॥ এজীদ কমজাত এসে হইলেক রুজু * আসমান জমিন যত হৈল কম্পমান ॥ লহুতে ভরিয়া গেল তামাম ময়দান * এজিদ কমজাত তারে মজবুতে বান্ধিয়া ॥ আপনার ঘরে তাঁরে নিল মাঙ্গাইয়া * ওমর আলী আর যত পাহালওয়ান ॥

ফিরিয়া আইল সবে হৈয়া পেরেশান * হইল খোশাল বড় এজীদ কমজাত ॥ শিশু যেন পায় চন্দ্র বাড়াইয়া হাত * শাদীয়ানা বাজাইতে লাগে ঘনে ঘন ॥ মুল্লুকে খবর হৈল হানিফার বন্ধন * কাসেদ নামার কথা হয় মধুর মিশালে ॥ কহে হীন খাকসার পিও কৌতূহলে *

পয়ার * জাফর কহিল শুন যত ইয়ারগণ ॥ নিশ্চয় হইল তবে হানিফা বন্ধন * জয়নাল আবদিন উম্মে সালেমা কুলসুমে কান্দিতে লাগিল তারা পড়িয়া যে ভূমে * বলে আল্লাতালা এয়ছা কপালে লিখে ছিল ॥ বন্দখানায় পঁচিশ বৎসর গোজারিল * তবে এক ভরসা আছিল হানিফার ॥ বারেক কখন এসে করিবে উদ্ধার * তাহাতে এমত গতি করিল খোদায় ॥ যে ডালেতে ভর দেই সেই ভেঙ্গে যায় * দুনিয়ার বিচে আর কেহ সখা নাই ॥ বুঝি বন্দখানায় মউত কৈল পাকসাঁই * হেথায় এজিদ গিধি কহে হানিফায় ॥ এখন তোমার সে দেমাগ রহিল কোথায় * এতেক লস্কর মেরা মার কি লাগিয়া ॥ ইহার উচিত ফল দিব পৌছাইয়া হানিফা কহিল শুন কমজাত কুফর ॥ খোদার হুকুমে তোর কাটিনু লস্কর * এখন খোদায় যদি রাখে মেরা শ্বাস ॥ ফিরিয়া কাটিব আবার মনে করি আশ * এজিদ কহিল এবে কাটিব তোমারে ॥ ছাড়িব তোমারে হেন ভেবেছ অন্তরে * একথা শুনিয়া হানিফা শির নাহি তুলে ॥ এখন কি বলিব গোলাম পড়েছি বেহালে * তবে যদি মালেক হাদী আমারে দেয় দিন মারিব গোলাম তোর না রাখিব চিন * হানিফা কহেন পুনঃ যা করেন খোদায় ॥ তার রেজাবন্দি পরে আছি সর্ব্বদায় * এজিদ কহে তখন শুনরে সীপাই ॥ শির জুদা কর তাকে রেখে কাম নাই * হানিফার অঙ্গে মারে হাজার তলওয়ার ॥ নাহি কাটে এক পশম হুকুমে আল্লার * এজিদ পুছিল বাত মেরওয়ার তরে ॥ কহ কোন শাস্তি এবে করি হানিফারে *

মেরওয়া কহিল একে লইয়া ময়দানে ॥ চাপাইয়া ঘাস লাকড়ি জ্বালাও আগুণে * শুনিয়া এজীদ গিধি পাহাড় উপরে ॥ বহুত লাকড়ি ঘাস এনে জমা করে * তারিখ ঠিক করে কমজাত কাফেরে ॥ ফলানা রোজেতে জ্বালাইব হানিফারে * যখন কমজাত কাফের এই কথা কয় ॥ শুনিয়া হানিফা বলে কি হইল খোদায় * কহে হীন খাকসার আফসোস হাজার ॥ হানিফারে তুমি আল্লা করিবে উদ্ধার *

পয়ার * আমি এখন মারা যাই তাহে নাহিক দায় ॥ আহারে জয়নাল বাছার কি হইবে উপায় * এ সময় যদি কেহ আপন থাকিত ॥ পাহাড়ের নীচে মোসেব ভাইকে খবর দিত * একজন মোমিন আছিল চারিইয়ারি ॥ লাচারে পড়িয়া করে এজীদার চাকরী * হানিফার বিপদ দেখিয়া নিজ আঁখে ॥ ওমর আলীর তরে কেতাবত লেখে * ফলানা তারিখে মোহাম্মদ হানিফারে ॥ জ্বালাইবে আগুনেতে পাহাড় উপরে * যদি কিছু করিতে পারহ সেই দিনে ॥ নহে আর কোনো উপায় না দেখি নয়নে * রোক্কা লিখিয়া কাসেদ করিল বিদায় ॥ রোক্কা লিয়া পেয়াদা তাগিদ চলে যায় * হেথায় হানিফার যত ভাই বেরাদর ॥ সীপাই সর্দ্দার আর যতেক লস্কর * ওমর আলী আর আলী আকবর ॥ আক্কেল আলী মসেব কাক্কা এব্রাহিম ওস্তর * কাক্কা মসেব আর হারেস পাহালওয়ান ॥ তোগান তুরুক আর মোগান ওসমান * হজিমত খায় সবে হৈয়া পেরেশান ॥ উতারিল গিয়া সবে যেখানে মাকান * নাহিক দেমাগ কার নাহি কার বল ॥ বৃষ্টি জলে চূর্ণ যেমন কমলের দল * মলিন হয়েছে সবে মুখে নাহি বাণী ॥ রাহু লইয়া গেছে যেন চান্দের রৌশনি * হেথায় বসিয়া সবে করে মসলত কি কাম করিব কিছু নাহি দেখি পথ * একজন উঠিয়া কহেন সবাকারে ॥ পঁচিশ বৎসর সবে ছিনু একাকারে *

এখন ভাই ভীষণ বিপদ পড়িল ॥ হানিফার বিষাদে এক প্রমাদ ঘটিল * কহে কেমনেতে যাব আপন মুল্লুক ॥ বিচারিয়া কহ যেন নাহি হয় দুঃখ * নূর মোহাম্মদ পদ ভরসা সবার ॥ পয়ারেতে খাকসার রচিল এই সার *

* মোহাম্মদ হানিফাকে জ্বালাইতে যায় তাহার বয়ান *

পয়ার • কহিল মোসেব কাক্কা শুন সব ইয়ার ॥ খাম খেয়ালি কথা এক শুনহ আমার * যেই দিন জুদা হবে তামাম ইয়ার ॥ মুল্লুক চলিবে যদি হৈয়া জুদাকার * সমাচার পাইয়া এজিদ নাবাকারে ॥ জনাজতি ধরিয়া কাটিবে সবাকারে * উচিত না হয় জুদা করিতে লস্করে ॥ লাজিম এবে একজন করিয়া সরদারে * দামেস্ক শহরে ফের যাই একবার ॥ যা হবার হবে ভাই নসীবে আমার * এখন সকল ভাই সালামতে আছি ॥ সবে একা হানিফারে কাফেরে দিয়াছি * যদি আল্লা করে তবে মারিব এজীদে ॥ সাহেবজাদায় উদ্ধারিব বিপদে * শুনিয়া কাক্কার বাত সমস্ত ইয়ার ॥ মোসেব কাক্কারে বলে হইতে সরদার * মোসেব বলিল আমি হইতে না পারি ॥ আলীর ফরজন্দ সবে থাকিতে সরদারী * তবে ওমর আলীরে যে সরদার করিল ॥ যত দোস্ত বেরাদর খোশাল হইল * এমন সময় সেই কাসেদ আসিয়া ॥ চারি ইয়ারের রোক্কা দিলেক ডালিয়া * পড়িয়া ওমর আলি সকলি জানিল ॥ শিশু যেন চান্দ হাতে বাড়াই পাইল * ইব্রাহীম বলে জানি পাহাড়ের ঠিকানা ॥ আল্লা যদি করে তবে দেই গিয়া হানা * এত বলি ইব্রাহীম লইয়া লস্কর ॥ পাহাড় উপরে এক জঙ্গল ভিতর * ছাপাইয়া রহিলেক লিয়া সব দল ॥ হেথায় ওমর আলীর লস্কর সকল * দামেস্কের কাছে আসি বসাইল থানা ॥ নাকাড়া কাড়া বাজায় যেন শাদীয়ানা * এজীদ লানতি বলে মেরওয়ার তরে ॥ আলীর ফরজন্দ আইল দামেস্ক শহরে * কি করিব এখন কহ সমঝাইয়া ॥ শুনিয়া মেরওয়া কহে

সালাম করিয়া * আলম্পানা শাহানশা শুন মেরা বাত॥ লস্করে বলো লড়ে যেন হয়ে এক সাথ * আপনি করহ হেথা থাকিয়া সরদারী॥ আমি হানিফার তরে জ্বালাইয়া মারি * এজীদ বলিল আজি দেখ কিবা হয়॥ আমি তারে জ্বালাইব আছে কার ভয় * এত বলি এজীদ লইয়া লস্করের দল॥ রণভূমে মারে গিয়া জঙ্গের তবল * বিহানে এজিদার লোকে লিয়া হানিফারে॥ জ্বালাইতে লিয়া গেল ময়দান উপরে * চাপাইয়া লাকড়ী ঘাস আগ দিল একেবারে॥ আগুনেতে নেঘাবানি করে হানিফারে * উঠিল আজিম ধূয়া আরশ আসমানে॥ ইব্রাহিম ওস্তর তাহা দেখিল নয়নে * ত্রিশ হাজার যে লইয়া আসওয়ার॥ এজিদ লস্করে এসে দিল খুব মার * দেখিল এজীদ গিধি গুনিয়া নিদান॥ আর কিছু নাহি বলে হৈল পেরেশান কোথা হৈতে লস্কর উঠিল আচম্বিতে॥ জানিতে না পারি সমাচার কোনমতে * কি জানি কি হয় পিছে ঠেকিয়া বিপদে ভাগিল চিন্তিয়া ইহা কমজাত এজিদে * হারেশ ওস্তর আলী যতেক লস্করে॥ ঘোড়া কুদাইয়া আগুনের কুণ্ড ঘিরে * হাতাহাতি ঘাস লাকড়ি উঠাইয়া ফেলে॥ আগুনের কণ্ড হৈতে হানিফারে তুলে * চান্দ যেন রাহু হৈতে নিস্তার পাইল॥ দেখিয়া সকলেই খুব খোশাল হইল * দোস্ত ইয়ার যত সব কদমে পড়িল॥ বহুত কাঁদিয়া সবে পেরেশান হৈল * তারপর পড়িয়া সবে নামাজ দোগানা॥ বহুত তারিফ কৈল খোদার শোকরানা * তবে সে আইল ওমর আলীর লস্কর॥ মোসেব কাক্কা আর তোগান সরদার * হানিফার পায়ে ধরি কান্দে জারে জার॥ ছাতি ফেটে যায় কাটা বাজু দেখে তাঁর * মাতমজারী করে সবে হইয়া লাচার॥ হায়২ হবে কেছা বাজু নাই তাঁর * হানিফা ফরিয়াদ করে খোদার দরগাতে॥ কাঁদিয়া ইয়ার সবে লাগিল কহিতে *

মনে ছিল বড় সাধ মারিব কুফরে ॥ জয়নাল আবদীনে বসাইব তক্ত পরে * সাত শত আওরতে করিব খালাস ॥ ইহাতে খোদায় তায়ালা করিল নৈরাশ * বলেন হানিফা বাজু নাই কি হবে আমা হতে ॥ যদিচ তোমরা কিছু পারহ করিতে * বারেক নয়নে দেখি জয়নালের মুখ ॥ তবেত মনের মেরা ঘুচে সব দুঃখ * যতেক লস্কর সবে লড়ে নিতি২ ॥ কাফের লস্কর ভাগে হৈল তাদের ইতি * কাসেদ নামার অপরূপ হানিফার কথা ॥ শুনিলে সবার ঘুচিবে মনের ব্যাথা * কহে হীন খাকসার ভাবিয়া খোদায় ॥ মোহাম্মদ হানিফার বাজু কি প্রকারে হয় *

* মোহাম্মদ হানিফার বাজু হইবার বয়ান *

পয়ার * এক রাতে রাসুল হজরত নেকজাতে ॥ খড়ম দুই খানি পায়ে আশা লিয়া হাতে * গলায় হজ্জের জুব্বা ঝুলে পড়ে পায় ॥ হানিফার শিরানে বৈসে স্বপন দেখায় * বলে ভাই কাহে তুমি হৈলে পেরেশান ॥ কাহে তুমি কান্দিয়া খারাপ কর জান * হানিফা কদম ধরি কহিতে লাগিল ॥ পঁচিশ বৎসর আজি মহিম হইল * তবু যে উদ্ধারিতে নারিনু বন্দীয়ানে এই সাধ বড়ই যে রহিল মোর মনে * হাত হীন হৈনু কোন গোনাতে পড়িয়া ॥ মউত হইতো ভাল এহাল চাহিয়া * রাসুল বলেন শুন হানিফা পেয়ারে ॥ ফরমান করহ যদি আপন ইয়ারে রণভূমি হৈতে বাজু আনুক ঢুড়িয়া ॥ বান্ধুক জখম পরে মজবুত করিয়া * মহর নবুওত পড়ে ফুক তিনবার ॥ হাত তোমার জোড়া লাগিবে হুকুমে আল্লার * আগের চেয়ে হাতের জোর হবে পাঁচ গুণ ॥ তোমার হাতে কয়েদ হবে হোসাইনের দুশমন * এই খাকি যার বুকে লাগিতেছে হামেহাল ॥ জঙ্গের ওয়াক্তে মা থাকি শিরের হইবে ঢাল * আর একটি কথা হানিফা কহিয়া যাই এবে ॥ চন্দ্র সূর্য্য থাকিতে তোমার মউত না হবে * এইরূপে হানিফা স্বপন দেখে উঠে ॥

বিছানায় খোশবুই আতর যেন ছুটে * সেইখানে হানিফা শিরনি মাঙ্গাইয়া ॥ রাসুলের পাক রুহে ফাতেহা করিয়া * শিরনি বখশিশ করে যত ইয়ারগণে ॥ স্বপনের কথা সব কহিল বচনে শুনিয়া মসেব কাক্কা খোশালিত অতি ॥ কহেন মোবারক বাজু চিনি ভাল ভাতি * কতবার হানিফা মেহের করি মনে ॥ মোবারক বাজু ধার আমার গরদানে * বাত চিত করিতেন মেহের নজরে ॥ আমিও নজর দিতাম বাজুর উপরে * এখাতিরে মোবারক বাজু আমি চিনি ॥ হুকুম করিলে আমি তালাশিয়া আনি * ইব্রাহিম বলে মসেব থাক ভাই তুমি ॥ বাজুর উদ্দেশে যাই নিকালিয়া আমি * এত বলে গমন করিল এব্রাহিমে ॥ একে একে ঢুড়িয়া বেড়ায় রণভুমে ॥ যেইখানে ফান্দেতে ধরিল হানিফারে ॥ শুখায়ে রয়েছে বাজু ময়দান উপরে * উঠাইয়া লিয়া যায় ঢাকিয়া খাঞ্চায় ॥ তিলেক বিলম্ব নাহি যায় যে ত্বরায় * তেফেল ছাওয়াল যেন ডাইনের ডরে ॥ জননী যেমন ছাপে ঘরের মাঝারে * এব্রাহীম কাফেরের ডরে সেই মতনে ॥ হানিফার হাত ছাপায় বহুত যতনে * হানিফার আগে যদি আইল বরাবর ॥ দেখিয়া কহিল বটে এই বাজু মোর * পরম যতনে বাজু বান্ধে জখমেতে ॥ পড়িয়া যে ফুকিল মহর নবুওতে * আমিন আমিন বলে যতেক ইয়ার ॥ সাবিত হইল বাজু হুকুমে আল্লার * হানিফা হলেন খাড়া নামাজের বেশে ॥ নামাজ আদায় করি এজিদ মারিব শেষে * এয়ছা বলি দোগানা নামাজ আদায় কিয়া ॥ ময়দানে চলিল ধীরে লস্কর লইয়া * কাসেদ নামার কথা সব বড়ই মাধুরী ॥ জয়নাল উদ্ধারে কথা মধুর লহরী *

——০ঃ]+[ঃ০——

* মোহাম্মদ হানিফা দোসরাবার লড়াই
করেন ও এজীদ মারা যায় *

ত্রিপদী * হানিফা তাহার পরে, লিয়া আলী আকবরে, কুদে পড়ে এজীদার দলে॥ মোক্তার সীপাই লিয়া, এজীদার দলে গিয়া, হানিফার সাথে গিয়া মিলে * হানিফা খুলিয়া তেগ, খেঁচে মারে বেদেরেগ, কেটে যায় কুফর লস্করে॥ হানিফা কাটেন জোরে, বড় জোরে হাঁক মারে, জুলফিক্কার মারে যার পরে * কেটে দুই ফাঁক করে, ঘোড়া বেড়ি দিয়া ঘেরে, ঝাঁকে ঝাঁকে লস্কর গেরায়॥ কাটিয়া চলিল হেন, কলার বাগান যেন, কেটে২ জমিনে ফেলায় * ইমামের শোক দেলে, কাফের কাটিয়া চলে, একদমে হাজারে হাজার॥ কাহার কমর ধরে, জমিনে কাছার মারে, হাড় গোড় চূর্ণ হয় তার * এছা জোরে গোর্জ্জ মারে, ময়দানে গর্দ্দ উড়ে, যায় কাফের সব পলাইয়া॥ বাগ ডোর দাঁতে ধরে, দুই হাতে তেগ মারে, কাটিয়া চলে জুলফিক্কার দিয়া যতেক কুফর এল, ফিরে কেহ নাহি গেল, তেগ তলে আইল হানিফার॥ আলী আকবর আর, মোক্তার জোরওয়ার, মহা বেগে চালায় তলোয়ার * এছা জোরে তেগ মারে, হাজারে হাজার গেরে, এজীদের যতেক সওয়ার॥ ডানে বামে পায় যাকে, কাটি চলে যায় তাকে, এক চোটে করে ছারখার * হানিফার তেগ বাজি, দেখে যত কুফর পাজি, জান লিয়া লাগিল ভাগিতে কেহ পড়ে জমিনেতে, রহিল মরার সাথে, লস্কর সব লাগিল ভাগিতে * থোড়াই লস্কর ছিল, আর সব মারা গেল, হানিফার ভয়ে তারা পলাইল॥ হানিফা যাইয়া ঘেরে, কেটে সব সাফ করে, লহু নদী ময়দানে বহাইল * আলী আকবর আর, মোক্তার নামদার, চুমে দোহে হানিফার পায়॥ রাসুলের পদ আশে, অধম খাকসার ভাসে, নবী যেন তরান হানিফায় *

পয়ার। মোহাম্মদ হানিফা মর্দ্দ ভাবে মনে মনে ॥ পানি পানি বলিয়া সবে মারা গেল রণে * নবীর দোয়ায় হাত হৈল হানিফার ॥ এজিদ কাফেরে কেহ দিল সমাচার * আছমান থাকিয়া যেন পড়ে কোন জন ॥ কি হইল বলিয়া এজিদ হৈল অচেতন * কতক্ষণে চেতন পাইয়া আপনারে ॥ বলে কোনমতে রক্ষা না হৈল আমারে * ওম্মর আলীর তরে দিতে ছিলাম শূলি ॥ তাহারে লইয়া গেল চোখে দিয়া ধুলি * হানিফারে জ্বালাইতে পাহাড় উপরে ॥ আচম্বিতে নিল হরে হারেছ ওস্তরে * কাটা বাজু যোড়া লাগে একি পরমাদ ॥ আজ হইতে ঘুচিল যে জীবনের সাধ * রোজ২ লড়ে সব মোমিন সরদার ॥ বহুত কাফের গেল দোজখ মাঝার * কত কত কাফের আছিল পাহালওয়ান ॥ মোমিনের হাতে সব হারাইল জান * ত্রিশ বৎসর যত হইল লড়াই ॥ কার বাপ মৈল কার মারা গেল ভাই * কেহ রাঁড় হইল মারা পড়িল খসম ॥ মুল্লুক রাহেতে বড় পড়িল বিষম * ত্রিশ বৎসর নাহি চাষি লোকের চাষ ॥ ফকিরেরা ভিক না পায় হইল হুতাশ * ভাই ভাতিজার শোকে সকলি পাগল ॥ দামেস্কের শহরাদি করে টল মল * ত্রিশ ক্রোশ দৌড়িল মোমিনের দল ॥ ঠাহরিতে নারিল লোক ভাগিল সকল * যে দেখে যে শুনে ভাই এসব সন্ধান ॥ মুল্লুকেতে নাই কার দোহাই ফরমান * দামেস্ক শহর এসে ঘিরিল সকল ॥ যেখানে যে ছিল সব মোমিনের দল * এজীদ আছিল গিয়া মহল ভিতর ॥ কার শক্তি যায় তার সমুখ বরাবর * চল্লিশ গজের উচা দেওয়াল চৌদিকে ॥ পাথরের ইট গাঁথা দেখে ভয় লাগে * লোহার কেওয়াড় আছে দরওয়াজা উপরে ॥ লাখ লাখ পাহালওয়ান নেঘাবান করে * চারিদিকে গড়খাই পানির নহর ॥ এক ক্রোশ গড় খাই সাগর বরাবর * থাকুক মানুষ যাওয়া দেও নাহি পারে ॥ পানিতে পড়িলে তাহা খায় যে হাঙ্গরে

রাত্রির আমল গেল হইল ফজর ॥ হানিফা হইল খাড়া লইয়া লস্কর * অতি জোরে হানিফা ঘোড়াকে মারে কোড়া কুদিল হানিফার ঘোড়া পাইয়া যে তাড়া * ঝাপ দিয়া পরে গিয়া গড়ের মাঝার ॥ হাঙ্গর কুম্ভীর যত লইল কিনার * হানিফার লোক যে দরজা খোলা পাইয়া ॥ একেবারে শহরেতে পৌছিলেক গিয়া * কেহবা জাগিয়া উঠে কেহ নিদ্রা যায় ॥ কাটিতে লাগিল কুফর ভাবিয়া খোদায় * দৈব হয়বতে ছিল জিয়ন্তে যে মরা ॥ তাহাতে বিপাকে পড়ে নাহি দেখে চারা * পিঞ্জরার পাখী যেন পাইল শিকারী ॥ ঘাড় মোড়া দিয়া ভাঙ্গে যেমন বহুরি * কার হাত পাও কাটে কার কাটে কান ॥ কেহ কেহ পালাইয়া বাঁচালো পরাণ * কেহ২ বাপ বলে আপন নিস্তারে ॥ কেহ মহাব্যস্ত হৈয়া দাঁতে ঘাস ধরে * ধরিতে এজীদারে মর্দ্দ তালাশিয়া ফিরে ॥ কদাচিত কোন খানে নাপায় তাহারে * তবেত হানিফা তাকে কোঠার উপরে ॥ তালাশ করিয়া ফিরে প্রতি ঘরে ঘরে * না পাইয়া তথা ফের ভাবে জাহাঁপানা ॥ নাহি জানি কোথা গেল কমজাত কামিনা * তথা সেই কোঠা পরে ছিল এক কুয়া ॥ আচম্বিতে তাহা হৈতে উঠিতেছে ধোঁয়া * তাহার উপরে এক নূরের রৌশনি ॥ চকমক করে যেন পোহাইল রজনী * হানিফা আদর করে পুছিল তাহারে ॥ খোদার কসম সত্য কহিবে আমারে * এমন রৌশনি তুমি হও কোনজন ॥ এখানে তপস্যা কর কিসের কারণ * নূরের রৌশনি হৈতে নিকালে আওয়াজ ॥ আমায় পাঠাইয়া দিল পাক বেনিয়াজ * আপনি খোদায় তালা কহিল আমারে ॥ জ্বালাইতে কমজাত এজিদ কাফেরে * হোসাইনের রুহ আমি সত্য জানো মনে ॥ শহীদ হইয়াছিনু কারবালা জমিনে এই দেখ হারামখোর এজিদ কমজাতে ॥ জ্বলিয়া ছারখার হৈয়া মরে কুয়াতে * মোহাম্মদ হানিফা শুনে রুহ মোবারকে

সালাম তসলিম শাহা করে লাখে লাখে * যবে সেই রৌশনি যে গায়েব হইল ॥ খোশালে হানিফা সেথা হইতে নেকালিল * যখন কমজাত এজীদ ভস্ম হৈয়া গেল ॥ জিব্রীলকে ডাকিয়া আল্লা কহিতে লাগিল * শুনহে মেহতের জিব্রীল কহি যে তোমারে ॥ এজীদকে লিয়া রাখ জঙ্গল মাঝারে * আড়ে দিকে ষোল ক্রোশে মনুষ্য যেথা নাই ॥ সেই ময়দানেতে ওকে দেলাব সাজাই * চৌদিকে প্রাচীর পাকা পানির নহর ॥ এজীদকে লিয়া রাখ তাহার ভিতর * লোহার মুদগর এক জমিনে গাড়িয়া ॥ লোহার জিঞ্জির দেহ কোমরে বান্ধিয়া * এই হুকুম দিল যখন রাব্বেল জালিল ॥ এজীদকে লইয়া যায় মেহতের জিব্রীল * ইমাম হোসাইন যদি থোড়া পানি পাইত ॥ মুল্লুক সমেত তবে উড়াইয়া দিত * ইয়ার ফরজন্দ যত পানির লাগিয়া ॥ কারবালা ময়দানে গেল জান নেকালিয়া * তাহার প্রতিফল এখন দিতেছে খোদায় ॥ পানির মাঝে থাকিয়া দেখ পানি নাহি পায় * যেমন কর্ম্ম তেমন ফল দিলেন খোদায় ॥ পাপ কারলে ভুগিবে জানিও নিশ্চয় * এমন ভাবে কত দিন গোজারিয়া যায় ॥ কহে হীন খাকছার ভাবিয়া খোদায় * মেসের শহর বলে আছে এক গ্রাম ॥ ছয় জন লোক আছে বড় নেকনাম আল্লার নামেতে ঈমান রাখিছে একিন ॥ ছয় জন এক ঠাঁই বসিল এক দিন * এক লোক বলে ভাই কহি যে সবারে ॥ কিছু দিনের মত চল সফর করিবারে * এতেক শুনিয়া বাত কহিল তখনি ॥ এ দেশ যে নৈরাকার কোথা যাইবে শুনি * তবে পথ নাইক হেথা কোনখানে যাইব ॥ নদ নদী জঙ্গল আদি কেমনে পার হব * একথা শুনিয়া কহে না ভাবিও তুমি ॥ যেথায় থাকে কিস্তি আনিয়া দিব আমি * এতেক শুনিয়া এক কিস্তি ভাসাইল ॥ ছয় জন তাহার পরে সওয়ার হইল * দেখ না আল্লার কুদরত কে পারে বুঝিতে ॥ পশ্চিমেতে যাইতে চায়

যায় দক্ষিণেতে * এমন ভাবে কিছু দিন যায়ত চলিয়া ॥ বিষম সমুদ্র এক পৌছিল আসিয়া * দেখহে খোদার কুদরত বুঝিয়া সকলে ॥ আচম্বিতে সেই কিস্তির বৈঠা গেল খুলে * বাঁচিবার উপায় নাই ভাবে মনে মনে ॥ ছয় তখ্‌তা পরে সওয়ার হইল ছয় জনে * ভাসিতে ভাসিতে তখ্‌তা ধীরে ধীরে যায় ॥ সেই জঙ্গলের কিনারেতে আসিয়া পৌছায় * তখ্‌তা ছাড়িয়া সবে ডাঙ্গাতে উঠিল ॥ বড় এক পাকা প্রাচীর দেখিতে পাইল * পাঁচিল দেখিয়া সবে হইল খুশী মন ॥ চল সবে ঐ খানেতে যাইব এখন * এই বলে সেখান থেকে চলিয়া আইল ॥ পাঁচিলের নিকট তখন আসিয়া পৌছিল * চারিদিকে ঘুড়িয়া বেড়ায় দরওয়াজা নাহি পায় ॥ ছয় জন এক ঠাঁই আসিল তথায় বলে আল্লা কি হইল এখন কোথা যাই ॥ বিপাকে পড়িয়া বুঝি জীবন হারাই * ভাবিতে ভাবিতে রাত প্রভাত হইল ॥ ছয়জন বসিয়া তখন কহিতে লাগিল * শুন২ ওহে ভাই আর জীবনের আশা কি ॥ চল গিয়া দেখি উহার মধ্যে আছে কি * ইহা বলে লতা পাতার সিঁড়ি বানাইল ॥ সিঁড়ি বাইয়া পাঁচিলের উপরে উঠিল * উপরে উঠিয়া তখন দেখিবারে পায় ॥ কোমরে শিকল বান্ধা ঘুরিয়া বেড়ায় * ছয় জনকে দেখিয়া এক ঠাঁই দাঁড়াইল ॥ খোদার কসম দিয়া কহিতে লাগিল * থোড়া পানি তোমরা আনি আমাকে পিলাও ॥ এ বিপদ হইতে তোমরা আমাকে বাঁচাও * শুনিয়া এবাত সবে কহিল তখন ॥ সত্য করে কহ শুনি তুমি কোন জন * তোমাকে বৈমুখ কৈল আপে পরওয়ার ॥ কেমনেতে দিব পানি হব গোনাগার ॥ কি পাপেতে এখানেতে আছ কহ শুনি ॥ কি নাম তোমার ঘর কহত আপনি * একথা শুনিয়া কহে এজীদা গাওয়ার ॥ এজীদ আমার নাম দামেস্কেতে ঘর * ইমাম হোসাইনেরে নাহি দিলাম পানি ॥ সেই জন্য এত কষ্ট দিয়াছে কাদের গনী *

নিতান্ত আমাকে যদি পানি নাহি দাও॥ গাছের ডাল লইয়া একটা পানিতে লাগাও ❋ ইহা শুনে এক ডাল পানিতে ফেলা হল॥ পানিতে না লাগিয়া এজীদার গায় লাগিল ❋ আরশ থেকে আল্লা বেজার হইয়া কয়॥ সেই ঘড়ি হানিফার বাজু খুলে যায় ❋ আল্লা যারে কষ্ট দেয় কে খণ্ডাতে পারে॥ পানি দিতে গিয়া দেখ পৈল কেমন ফেরে ❋ আখেরে ভাবিয়া মর্দ্দ করে হায় হায়॥ আমার বাবে কেমন হবে মালেকুল খোদায় ❋ ইহা বলে সেখান হইতে হইল বিদায়॥ দেশ দেশান্তর সবে ঘুড়িয়া বেড়ায় ❋

পয়ার ❋ এসে হানিফা মর্দ্দ বন্ধ খানার নিকট॥ গোর্জ্জের ঘায়েতে ভাঙ্গে দুয়ারের কপাট ❋ ভাঙ্গিয়া কপাট পড়ে হৈয়া খান-খান॥ সান্ধাইল বন্ধি ঘরে হানিফা দেওয়ান ❋ সালেমা কুলসুম বিবী দেখে হানিফারে॥ আইস আইস বলিয়া কান্দে উচৈঃস্বরে ❋ এস২ বাছাধন কোলে করি একবার॥ চান্দ মুখ দেখে দুঃখ ভাগিল আমার ❋ তোমারে দেখিয়া সব ভাগিল জঞ্জাল॥ মাত্তাকে পাইল যেন দরিদ্র কাঙ্গাল ❋ শিশু যেন হাত বাড়াইয়া চন্দ্র পায়॥ আন্ধেলার চক্ষু যেন দিলেক খোদায় ❋ তিরিশ বৎসর যত পাইয়া ছিনু দুঃখ॥ পালাইল দেখিয়া তোমার চান্দ মুখ ❋ কোথা বাছা জখম হৈল তোমার হস্তে॥ শুনিয়া রাত দিন কান্দি মরি মহাব্যস্তে ❋ কি কহিব বাবা তেরা জানের ইলাই॥ ধড় মাত্র ছিল হেথা জান তেরা ঠাঁই ❋ জয়নাল আবদীন আদি বহুত কান্দিয়া॥ চাচাকে সালাম করে জমিনে পড়িয়া ❋ হানিফা ধরিয়া কোলে লইল যতনে॥ লক্ষ২ চুমা দিল সে চান্দ বদনে ❋ বন্ধখানা হইতে নিকালিয়া সর্ব্বজনে হাজামত বানাইল ডেকে নাপিতগণে ❋ তবে শাহাজাদাকে গোসল দেলাইয়া॥ খোশালে বাদশাই পোষাক পিন্দাইয়া ❋ অতি নেক সায়েতে যে তখতে বসাইল॥ জয়নাল আবদীন

তবে বাদশা হইল * শুনিয়া যতেক লোক বড় সুখি হৈল ॥ রোজ কত হানিফা মোকাম করে রৈল * সং শিক্ষা ইমামে যে চালায় মুল্লুকে ॥ আদর করিল বড় যতেক প্রজাকে * ফকির এতিমে দান কৈল কত ধন ॥ সবাকার দুঃখ শাহা কৈল বিমোচন * তবেত হানিফা শাহা সবার তরেতে ॥ কহিতে লাগিল যাও আপন দেশেতে * হইলেক ফতে যদি আল্লার মেহেরে ॥ পাইলে বহুত দুঃখ মাফ কর মোরে * শুনিয়া সকল বাদশা কান্দে জারেজার ॥ তোমাকে ছাড়িতে দেল না চায় কাহার * তবে যদি আমাদেরে দেশে যাইতে কহ ॥ পহেলা আপনি আগে দেশ পানে যাহ * তোমাকে পৌছায়ে মোরা দেশে যাই ॥ হানিফা কহেন আমি যাইতে পারি নাই * থোড়া দিন থাকিয়া বাদশাই কারবার ॥ জয়নালে শিখাব আমি যত ব্যবহার * লাচার হইয়া সবে বহুত কান্দিয়া ॥ কোমর বান্ধিল দেশে যাইবার লাগিয়া * মসেব কাক্কা আর কাক্কা মসেব সাথে ॥ এব্রাহিম ওস্তর লইয়া নিজ সুতে * ওম্মর আলী তালেব আলী আক্কেল আলী আদি ॥ তোগান মোগান আর ওসমান গুণনিধি * সকলে হাজির হৈল সালেমার স্থানে ॥ হেট শিরে সালাম করিয়া জনে জনে * কুলসুম জয়নাব বানু সবার চরণে ॥ সালাম তসলিম করে যত পাহালওয়ানে * হানিফার পায়ে ধরি কান্দে জারেজার ॥ দোয়া কর শাহা দেশে যাই আপনার * বিদায় করেন শাহা বহুত কান্দিয়া ॥ সমুদ্রে লহরী যেন চলিল বহিয়া * নাকারা করতাল বাজে ভেউর মৃদঙ্গ শানাই নওবত বাজা বাজে অতি রঙ্গ * হানিফার ভাই সব দেশে চলে গেল ॥ জয়নালের সাথে সেথা হানিফা রহিল * যে দিন পড়িল মারা এজিদ কুফর ॥ পালাইয়া গেল তার বহুত লস্কর * পাহাড় উপরে যারা আছিল ছাপিয়া ॥ শুনিল হানিফা আছে একেলা হইয়া * সাজিয়া আইল তারা হানিফে মারিতে

এক লোক খবর করিল সেতাবিতে * শুনিয়া হানিফা আর আলী আকবর ॥ লস্কর লইয়া গেল ময়দান উপর * জয়নাল যাইতে চাহে মানা করে তারে ॥ তুমি যে বসিয়া থাক তখতের উপরে * ময়দানে যাইয়া দেখে বহুত লস্কর ॥ গালাগালি বলাবলি হৈল বহুতর * হানিফার চারিদিকে ঘিরিল আসিয়া ॥ জনে জনে তীর মারে হানিফে তাকিয়া * মোহাম্মদ হানিফা মর্দ্দের হাতে জুলফিক্কার ॥ কাটিয়া চলিল মর্দ্দ কুফর সওয়ার * হাতী ঘোড়া কাটিয়া চলিল সারি সারি ॥ কতেক লস্কর কাটে গুনিতে না পারি * গাছ হৈতে পাখী যেন উড়ে পড়ে ঝাঁকে ॥ এছাই কাফেরের শির পড়ে লাখে লাখে * পাহাড় সমান শির হইল গাদী২ ॥ লহুতে ময়দান হেন হইলে যে নদী * হানিফার ঘোড়া আর না পারে চলিতে ॥ লহুর সাগর বিচে লাগিল হেলিতে * দেখিয়া বেজার হৈল আপে পরওয়ারে ॥ গায়েবী আওয়াজ দিয়া কহে হানিফারে * ভালা বুরা যত কিছু পয়দা কৈনু আমি ॥ একজন পয়দা এয়ছা কর দেখি তুমি * আমার পয়দায়েশ লোক বহুত মারিলে ॥ ইমামের দায় সব রেয়াত পাইলে * এখন তলওয়ার বাজী কর কি লাগিয়া ॥ থর থর কাঁপে মর্দ্দ একথা শুনিয়া * কহে হীন খাকছার সবার চরণে ॥ মোহাম্মদ হানিফা দেখ গায়েব হয় কেমনে *

* মোহাম্মদ হানিফার গায়েব হইবার বয়ান *

পয়ার * ঘোড়া হৈতে উতারিয়া বসিল জমিনে ॥ চলে গেল ঘোড়া তার পাহাড় ময়দানে * হানিফা বসিয়া সেথা ভাবে মনে মনে ॥ দানা পানি খেয়ে ঘোড়া রহিবে সেই খানে * যে দিন দাজ্জাল পাপী দুনিয়ায় আসিবে ॥ সেই দিন সেই ঘোড়ায় হানিফা চড়িবে * মোহাম্মদ হানিফা হেথা দু-হাত তুলিয়া ॥ মোনাজাত করে ইহা কহেন কান্দিয়া * তুমি আল্লা করতার সবাকার সার ॥ বহুত করিনু গোনা হুজুরে তোমার *

যতেক লস্কর আমি কাটিনু তলওয়ারে ॥ না জানি কি হয় দশা আমার উপরে * করিম রহীম নাম ধরিলে আপনে ॥ করম রহম এবে কর গুণ হীনে * কুফর লস্কর যদি আসে লড়িবারে ॥ কিরূপে এড়াব আমি না লড়িয়া তারে * বারেক রহম মোরে কর করতার ॥ নজরে না দেখি যেন কুফর লস্কর * হেনকালে সেই খানে পাহাড় হইল ॥ হানিফারে সেথা যাইতে হুকুম করিল * হীরা লাল জাওয়াহের পাহাড়ে জড়িত ॥ হুজর‍্যার মত তাহা বিখ্যাত সুবিদিত * মোহাম্মদ হানিফা সেই মোকামে রহিল ॥ বেহেশ্‌তের হুর পরী খেদমতে পৌছিল * আতর গোলাব দিয়া যত হুরগণে ॥ হানিফার অঙ্গে দেয় সবে রঙ্গ মনে চারিদিকে চামর ঢুলায় বহুতর ॥ বেহেশ্‌তের হাওয়া এসে লাগিল মধুর * আলী আকবর সেথা কান্দিয়া হয়রান ॥ হায় ভাই ছেড়ে গেলে পরাণের পরাণ * মোহাম্মদ হানিফা সেথা অন্ধকারে থাকিয়া ॥ আলী আকবর তরে কহেন হাঁকিয়া * আমার দিদার ভাই আর না পাইবে ॥ রোজ হাশরতে ফের দেখা যে হইবে * আজ হইতে তোমাদের ছাড়িলাম মায়া বিশেষ আমার লাগি না কান্দিও ভাইয়া * আপনার লস্কর লইয়া সেথা হইতে যাহ ॥ সালেমা কুলসুমের পায় মেরা বাত কহ * বহুত সালাম মেরা কহিয়া দোহায় ॥ করিবা খাতেরদারি জয়নাল শাহায় * আমার খাতেরে যেন না করে কান্দন ॥ রোজ কেয়ামতে আমি দিব দরশন * বিবীগণে খবর কহিয়া আকবর ॥ মুল্লুকে চলিয়া গেল আপনার ঘর * জয়নাল আবদীন সেথা করেন বাদশাই ॥ যার যে মোকমে চলে গেলেন সব ভাই * কাসেদ নামার কথা হয় মধুর সাগর ॥ সুবুদ্ধি রসিক জন পিয়ে নিরন্তর *

——ঃ(+)ঃ——

• ইমাম হাসান হোসাইন ও শহীদগণ বেহেশ্‌তে থাকিবার বয়ান •

পয়ার ছন্দ • রওয়ায়েতে আসিয়াছে শুনহ মোমিন ॥ বারীতায়ালায় বলিলেন জিব্রীল আমীন ✽ তামাম বেহেস্ত আমি দেখিনু নজরে ॥ জান্নাতুল ফেরদৌস যাহা আলা সবা পরে ✽ বহুত আরমান আছে দেলেতে আমার ॥ জান্নাতুল ফেরদৌস করিতে দীদার ✽ ফরমাইল আল্লাতায়ালা জিব্রীলের তরে ॥ জান্নাতুল ফেরদৌস দেখে আইস এইবারে ✽ যত শহীদান আর আম্বিয়া তামাম ॥ জান্নাতুল ফেরদৌসে তাঁদের মোকাম ✽ জিব্রীল পাইয়া তবে হুকুম রাব্বানী ॥ ফেরদৌস বিচে উড়ে গেলেন আপনি ✽ জান্নাতের দুয়ার দেখে করিয়া নজর ॥ তালা বন্ধ আছে তায় দরওয়াজা উপর ✽ দরওয়াজা দেখিয়া বন্ধ ভাবেন অন্তরে ॥ জান্নাত ভিতরে যাব কেমন প্রকারে ✽ গায়েবী আওয়াজ এক আইল তখন ॥ শুনহ জিব্রীল কহি তোমার কারণ ✽ কালেমা তৈয়্যব তুমি পড় একবার ॥ এখন খুলিবে তালা হুকুমে খোদার ✽ গায়েবী আওয়াজ এয়ছা জিব্রীল পাইয়া ॥ কালেমা তৈয়্যব আপে পড়ে পুকারিয়া ✽ তখনি খুলিল তালা হুকুমে আল্লার ॥ হজরত জিবরীল যান ভিতরে উহার ✽ বেহেশ্‌তের বালাখানায় দেখে এক হুর ॥ কি কব তারিফ যেয়ছা জ্বলিতেছে নূর ✽ পরমা সুন্দরীর মত ওজুদ তাহার ॥ সুরত চমকে যেয়ছা চান্দ পূর্ণিমার ✽ হুর যদি থুক ডালে জমিনের পরে ॥ মেস্কের খোশবুই ছুটে তাহার ভিতরে ✽ তবে সেই হুর বলে জিব্রীল আমীনে ॥ আমাকে দেখিয়া কিবা ভাবিতেছ মনে ✽ আমা চেয়ে খুবসুরত হুর এথা আছে ॥ আমি কোন্ ছার বল তাহাদের কাছে ✽ শুনিয়া জিবরীল ভেজে শোকর হাজার ॥ সেথা হতে আগে যান দেখিতে বাহার ✽ কত বালাখানা সেথা সোনা ও রূপার ॥ আঁখি না ঠাহরে কার চমকে তাহার ✽

নানা রঙ্গের মেওয়াজাত দেখেন বাগানে ॥ দুধের নহর তায় আছে চারি পানে ❋ আর এক দিকে আছে সহদের নহর ॥ আর এক তরফে আছে আবে কাওসর ❋ জিব্রীল আমীন ফের দেখে তারপর ॥ দুইটি মহল সেথা নেহাত বেহ্‌তর ❋ সব্‌জা জমরুদের আছে একটি মহল ॥ কি কব চমক তার করে ঝলমল ❋ আর এক মহল দেখে লাল ইয়াকুতের ॥ সূর্য্য যেন চমকিছে রংমহলের • আর কত হুর তার চৌদিকে বেড়ায় জিব্রীল তাদের রূপ দেখে মোহ যায় ❋ হুরের নিকটে আপে জিব্রীল পুছেন ॥ এই দুই মহলে বল থাকে কোনজন ❋ এতেক শুনিয়া হুর এইরূপ বলে ॥ হাসান হোসাইন থাকেন এ-দুই মহলে সব্‌জা জমরুদের যেই মহল তৈয়ার ॥ হাসান থাকেন ঐ মহল মাঝার ❋ জহরে তামাম অঙ্গ সব্‌জা হয়েছিল ॥ এ কারণে সব্‌জা মহল ইলাহী বখশীল ❋ হোসাইন শহীদ হলেন কারবালা মাঝার ॥ খুনেতে ওজুদ লাল হইল তাঁহার ❋ পাকজাত বারীতায়ালা তাঁহার কারণে ॥ লাল ইয়াকুতের মহল দিলেন হোসাইনে ❋ তার পর হুর ফের লাগিল বলিতে ॥ চান্দি সোনার ঘর যত দেখ এখানেতে ❋ যতেক আম্বিয়া আর যত শহীদানে ॥ খুশীহালে থাকে সোনা চান্দির মাকানে ❋ শহীদ হইল যারা দস্ত কারবালায় ॥ সোনার মহলে আছে তাঁহারা সবায় ❋ শহীদগণ চড়েন জান্নাতের ছাতে ॥ দোজখির হাল তাঁরা দেখেন চোখেতে ❋ শহীদ করিল যারা হোসাইন শাহায় ॥ সে সব কাফেরগণ নানা দুঃখ পায় ❋ দোজখের আগুনে তারা সদা জ্বলিতেছে ॥ পানি২ করে তারা সবে কান্দিতেছে ❋ দোজখের ফেরেশতা সবে বলে গোস্বাভরে ॥ শুনরে জালেম বলি তোমা সবাকারে ❋ কাতরা পানি নাহি দিলে হোসাইন শাহায় হরগেজ মাঙ্গিলে পানি না পাবে এথায় ❋ পানির বদলে এথা শিজকাঁটা পাবে ॥ করিলে যেমন বদী সাজা লিতে হবে ❋

এজীদ ও এজীদের যতেক লস্কর ॥ দোজখের কুন্দা হৈল সে সব কুফর * বেহেশতের নেয়ামত জিব্রীল দেখিয়া ॥ হাজার শোকর ভেজে দু-হাত তুলিয়া * হজরত জিব্রীল তবে ইলাহী ভাবিয়া সেখান হইতে যান বিদায় হইয়া * হীন খাকসার কহে জনাবে সবার ॥ তামাম হইল পুথি ফজলে খোদার * শায়েরিতে মেরা যদি ভুলচুক হয় ॥ মেহের করিয়া মাফ করিবে আমায় * সবার কদমে মেরা হাজার সালাম ॥ আল্লা২ বল ভাই যতেক ইসলাম *

* সূচীপত্র *

মুদ্রাকর—এম, আজিজুর রহমান চৌধুরী
হামিদিয়া প্রেস, ৫০নং হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা।

আপনাদের প্রয়োজনীয় কয়েকখানি পুস্তকের তালিকা

আবশ্যক হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

কাওয়ায়েদে বোগ্দাদী কলিঃ
আম ছিপারা ঐ
আলিফ লাম ঐ
বড় আমপারা কায়দা সহ ঐ
কোরাণ শরীফ হর কিছিম ঐ
মজমুয়া ৬০ খোৎবা ঐ
মজমুয়া পকেট খোৎবা ঐ
দোয়া গাঞ্জল আরশ ঐ
দুরুদে আকবর ঐ
পাঞ্জে ছুরা ঐ
মজমুয়া ওজায়েফ ঐ
কাওয়ায়েদে বোগ্দাদী ১ জুজ্
ঐ ... ... ২ জুজ্
আমপারা ২ জুজ্
আলিফ লাম ১ জুজ্
কোরাণ শরীফ হর কিছিম পশ্চিমা ছাপা
মজমুয়া ওজায়েফ ঐ
মোনাজাতে মাকবুল ঐ
দালায়েলুল খায়রাত ঐ
হেজবুল বাহার মোত্তরজ্জম ঐ
হেজবুল আজম ঐ
মজমুয়া ওজায়েফ পকেট ঐ
খোৎবাতুল আহকাম ঐ
খোৎবাতে এল্মী ঐ
খোৎবা মোহাম্মদশাহী ঐ
খোৎবা আলওয়াজুল আজম মোত্তারজম ঐ
মজমুয়া পকেট খোতবা

বাংলা দোয়া গাঞ্জল আরশ
বাংলা আম ছিপারা
বাংলা নাজহাতুল কারী বা গোলজারে কারী
স্বর্গীয় হার বা নামাজ শিক্ষা
নামাজ শিক্ষা ও
জরুরী মাছআলা শিক্ষা
ছহি বড় আহরারাচ্ছালাত
তাজ ছোলেমানী
আজায়েব ছোলেমানী
নাকসে ছোলেমানী
বিষাদ সিন্ধু
কয়দুলে আহকাম
বা[illegible]
[illegible]নামা, হায়েত নামা
ছোলেমানী তাজে নামা
মউত নামা
কেয়ামত নামা
মনির শাহারু সুন্দরীর পুথী
আলমাছ গোলরোখছান
গাজি কালু চাম্পাবতী
ইউছুফ জোলায়খা
ছয়ফল মুলুক বদিউজ্জামাল
শাহে এমরান চন্দ্রবান
আমির সদাগর ভেলুয়া সুন্দরী
শহর বানুপা ও বানেছা পরী
হাতেম তাই, চৌদ্দ উজির
এমাম চুরি, আঃ আলীগাজী
মালুখী মনমেছা কণ্ঠার পুথি

মাহজ ভাণ্ডারের গীত
অমুলা সুন্দরীর কেচ্ছা
শিরি ফরহাদ, লাইলী মজনু
সুরুজউজ্জামাল বিবির পুথি
ছহি মেল দেওয়ানা
সেখ ফরিদের পুথি
ছহি কটু মিয়ার পুথি
গোকমঞ্জরী বা বড় হানী
এক শত ত্রিশ করজ
সিরাত নামা
ছহি ফকির বিলাশ
ছহি হাজার মছলা
বাংলা মৌলুদ আবদুর রহীম
ছহি ভাবিয়াতরেছা
[illegible]জঙ্গনামা মুক্তাল হোসেন
ছহি [illegible]কে কারবালা
খয়বর জঙ্গ নামা
[illegible]কাসর, হৈতুনের পুথি
সোনাভান,
জঙ্গে সোহরাব, আমির আলি
সচিত্র পাকিস্তান বর্ণবোধ সাদা
ঐ রঙ্গিন, পাকিস্তান বর্ণশিক্ষা
শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ
পাকিস্তান বাল্যশিক্ষা
শিশুর আলো বাল্যশিক্ষা
বালক নূর, বালিকা নূর
পাকিস্তান আদর্শ লিপি
নব ধারাপাত
সরল বৃহৎ ধারাপাত
পাকিস্তান বড় বৃহৎ ধারাপাত

স্থানাভাবে সকল রকম পুস্তকের নাম দেওয়া গেল না

হামিদিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা